Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

2/261

মহামহোপাধ্যায় ডক্টর
শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের
পুণ্য জীবনের সংক্ষিপ্ত অনুধ্যান

LIBRARY 3/235
No.
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

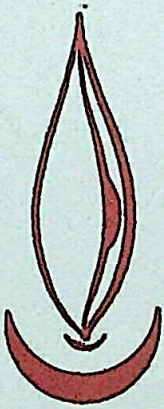

স্বামী নারায়ণানন্দ তীর্থ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Library
SHREE SHREE MA ANANDAMAYEE ASHRAM
3/235 Bhadaini, Varanasi-1
No.....
Books should be returned by date (last) noted below or re-issue arranged. Otherwise a fine of -/10/- N. P. daily shall have to be paid.

25-11-76
13.9.77

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

SHREE SHREE ANANDAMAYEE SANGH
MADAINI, VARANASI, U. P.

মহামহোপাধ্যায় ডক্টর

শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের

পুণ্য জীবনের সংক্ষিপ্ত অনুধ্যান

LIBRARY
No. 3/235
BANARAS

স্বামী নারায়ণানন্দ তীর্থ

১৩৮৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Shri Shri

প্রকাশক ঃ
শ্রীজগদীশ্বর পাল
১০, গ্যালিফ ষ্ট্রীট
(সুইট নং ১৩, ব্লক নং ১)
কলিকাতা-৩

প্রথম প্রকাশ
২২শে ভাদ্র, ১৩৮৩
(৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৬)

মূল্য ২·০০ মাত্র

—প্রাপ্তিস্থান—
১। মহেশ লাইব্রেরী
২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২
২। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

মুদ্রক ঃ
মিহিরকুমার মুখোপাধ্যায়
টেম্পল প্রেস,
২, ন্যায়রত্ন লেন,
কলিকাতা-৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

3/235
Sri Anandamayee Ashram
BANARAS

নিবেদন

"আমার জীবন-কথা এক অচিন্ত্য মহাশক্তির লীলা" একদা বলেছিলেন আচার্যদেব। এহেন জীবনালেখ্যকে ভাষায় রূপ দেওয়া অসম্ভব না হলেও অত্যন্ত কঠিন, কারণ "অচিন্ত্য মহাশক্তির লীলা"কে ভাষায় রূপায়িত করতে হ'লে যে শক্তির প্রয়োজন তা আমাদের মধ্যে জাগরিত হয়নি। বহুবার ভেবেছি বাংলাভাষায় একান্তভাবে আচার্যদেবের পূর্ণাঙ্গ জীবনীর প্রয়োজন আছে কিন্তু তা ভাবনাতেই পর্যবসিত রয়ে গিয়েছে, বাস্তবে রূপায়িত হয়নি। আচার্যদেবের কাছে প্রার্থনাও জানিয়েছিলাম তাঁর আত্মজীবনী লেখবার জন্য—কিন্তু তাঁর আত্ম-প্রচার-বিমুখতাজনিত কারণে সে আত্মজীবনী আর প্রকাশিত হয়নি।

আমাদের পরম সৌভাগ্য পূজনীয় স্বামী নারায়ণানন্দ তীর্থজী মহারাজ বাংলা ভাষায় অতি সংক্ষিপ্তাকারে এই পুণ্য জীবনের অনুধ্যান আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন। তিনি দীর্ঘ ষাট বছর ধ'রে অর্থাৎ ১৯১৬ সাল থেকে আচার্যদেবের সঙ্গ করেছিলেন, তাঁকে দেখেছিলেন এবং তাঁকে জেনেছিলেন অত্যন্ত কাছের থেকে গভীর ভাবে। পুণ্য-জীবনের অনুধ্যান তাই একমাত্র স্বামিজীর মত পুণ্যাত্মার পক্ষেই যথাযথ ভাবে করা সম্ভব।

স্বামিজী যখন এই লেখা শেষ করেছিলেন তখনও আচার্যদেবের মহাপ্রয়াণ ঘটেনি। কথা ছিল তাঁর ৯০তম জন্ম দিবসে এই সংক্ষিপ্ত জীবনীই হবে আমাদের অন্তরের প্রণাম আর ঐকান্তিক শ্রদ্ধাঞ্জলি। কিন্তু তার পূর্বেই তিনি দেহরক্ষা করলেন। তবুও আমাদের সংকল্প অনুযায়ী এই সংক্ষিপ্ত জীবনী দিয়েই আমরা আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা আর প্রণাম জানাচ্ছি তাঁর ৯০তম জন্ম দিবসে। এই সংক্ষিপ্ত জীবনীতে আচার্যদেবের দিব্য জীবনের এবং সাধনার রূপরেখা পাওয়া যাবে। সম্ভব হলে আগামী দিনে আমরা তাঁর পূর্ণাঙ্গ জীবনী এবং তাঁর জীবন-দর্শন ও সাধনা যথাযথভাবে উপস্থিত করতে সচেষ্ট হ'ব।

তাঁর ৯০তম জন্ম দিবস উপলক্ষ্যে আমরা এই সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করতে পেরে নিজেদের ধন্য মনে করছি এবং তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করছি—তিনি যেন তাঁর অসমাপ্ত কাজগুলিকে সমাপ্ত করার প্রেরণা আমাদের সকলকে দেন।

জগদীশ্বর পাল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

No.
Shri Shri Ma

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

RARY
.....
Anandamayee Ashram
BANARAS.

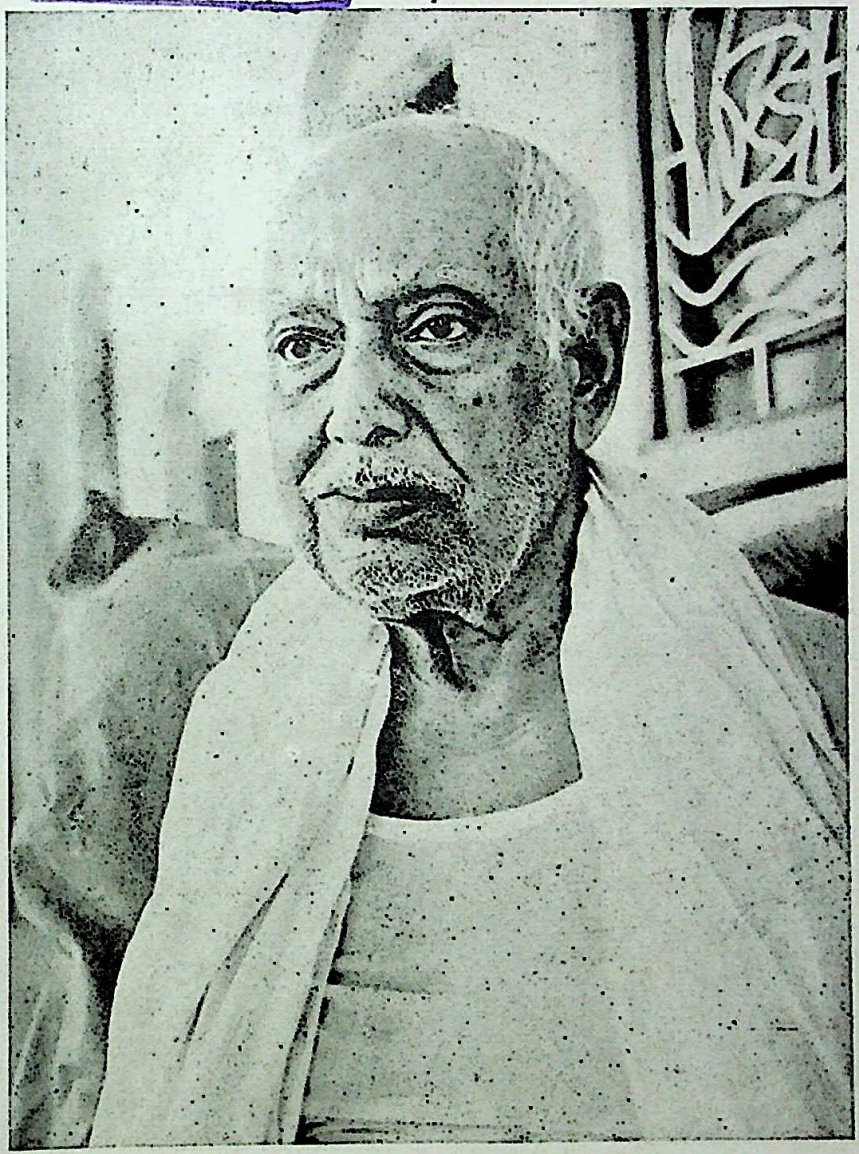

মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ
(অন্নপূর্ণা মন্দির, শ্রীশ্রীমাতা আনন্দময়ী আশ্রম, বারাণসী, ১৯৭৫)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য বিদ্যাবারিধি পরম শ্রদ্ধাভাজন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতপ্রবর ব্রহ্মর্ষি গোপীনাথ কবিরাজ, এম. এ., ডি. লিট., পদ্মবিভূষণ, মহাশয়ের উননবতিতম শুভ-জন্মোৎসব গত ২২শে ভাদ্র, ১৩৮২ সনের প্রাতঃকালে কাশীস্থ শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী আশ্রমে অনুষ্ঠিত হয়। সেই উপলক্ষে তাঁহার বহু ভক্ত, শিষ্য, ছাত্র ও ছাত্রীগণ সম্মিলিত হইয়া তাঁহাকে মালা-চন্দন দ্বারা পূজা ও অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। উপস্থিত সজ্জনবৃন্দও তাঁহাকে তাঁহাদের আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। সাথে সাথে শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী কন্যাপীঠের কুমারী কন্যাগণ শ্রীযুক্ত কবিরাজ মহোদয়কে মাল্যদ্বারা সুশোভিত করিয়া আরতি এবং তাঁহাদের সুললিত কণ্ঠে সময়োপযোগী সঙ্গীত সহ তাঁহাদের অন্তরের বিনীত শ্রদ্ধার্ঘ্য তাঁহার চরণে নিবেদন করেন। এই শুভানুষ্ঠানে যোগদান করিবার সৌভাগ্য এই প্রবন্ধলেখকেরও হইয়াছিল। এই মহোৎসবে যাঁহারা মিলিত হইয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই কবিরাজ মহাশয়ের বিশেষ কৃপার পাত্র এবং তাঁহার স্নেহাশীর্বাদে নিজেদের ধন্য মনে করেন।

শ্রীযুক্ত কবিরাজ মহাশয়ের কন্যা আমাদের পরম আদরণীয়া শ্রীমতী সুধারাণী দেবী, তাঁহার একনিষ্ঠ পরম ভক্ত শ্রীজগদীশ্বর পাল উপস্থিত কতিপয় ব্যক্তি কবিরাজ মহাশয়ের সম্বন্ধে এই নিবন্ধলেখককে কিছু বলিবার জন্য বারবার বিশেষ অনুরোধ করেন। তাঁহার ন্যায় একজন বিশ্ববিখ্যাত মহাপণ্ডিত, সাধক ও অনুভবসম্পন্ন যোগীর বিষয় কিছু বলিতে যাওয়া আমার মত একজন অতি সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে কেবল অশোভন ও বাতুলতাই নহে, বরং ইহা ধৃষ্টতা বলিয়াই পরিগণিত হইবার যোগ্য।

দিনদুপুরে তিমিরহরণ জগৎভাস্বর ভাস্কর দেবকে দীপ দ্বারা দেখাইতে যাওয়ার প্রয়াস যেমন হাস্যকর ব্যাপার তেমনি জ্ঞানমার্তণ্ড শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের পরিচয় প্রদান করিতে যাওয়ার চেষ্টাও আমার মত ক্ষুদ্র জীবের পক্ষে তদ্রূপ বিদ্রূপের ও দুঃসাহসের কার্য। ইহা কেবল কথার কথাই নহে, ইহা অতিশয় সত্য কথা।

আমার অক্ষমতা এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঁহাদের বারংবার উপরোধে অগত্যা আমাকে কিছু না কিছু বলিতেই হইল। শ্রীকবিরাজ মহাশয়ের মুখকমল হইতে বিভিন্ন সময়ে তাঁহার পবিত্র জীবন-বৃত্তান্ত যাহা সামান্য কিছু শুনিয়াছিলাম তাহাই গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার ন্যায় কয়েকটি ঘটনা যাহা সেই সময় মনে হইয়াছিল, বলিয়া আমার কর্তব্য শেষ করি। আমার বক্তব্য সমাপ্ত করিবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পর অশোকবাবু, জগদীশ্বরবাবু, বারীনবাবু এবং উপস্থিত আরও দুই চারি জন যাঁহারা তথায় উপস্থিত ছিলেন এই বৃত্তান্তগুলি লিখিয়া দিতে আমাকে বলিলেন। তাঁহাদের কথামত নিম্নে কয়েকটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছি।

শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় ৭ই সেপ্টেম্বর ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে (২২শে ভাদ্র ১২৯৪, ভাদ্র কৃষ্ণা পঞ্চমী) ঢাকা জেলার অন্তর্গত ধামরাই গ্রামে তাঁহার মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠ-নাথ কবিরাজ এবং মাতার নাম শ্রীযুক্তা সুখদাসুন্দরী দেবী। সুখদাসুন্দরীর জন্মের কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁহার মাতৃদেবী শিশুটিকে অকুল সাগরে ভাসাইয়া পরলোক গমন করেন।

প্রতিবেশী স্নেহময়ী বৃদ্ধা মহিলা বামাসুন্দরী দেবী মাতৃহীনা কন্যাটিকে লালনপালন করিয়া বিবাহও তিনিই দিয়াছিলেন। এই বামাসুন্দরীই বালকের নাম রাখিলেন 'নিবারণ'। তাঁহার কন্যা স্বর্ণময়ী ইঁহাকে 'অক্ষয়' বলিয়া ডাকিতেন। জ্যোতিষী ঠিকুজি করিতে যাইয়া রাশিগত নাম রাখিলেন 'অশ্বিনী কুমার'। পরে যখন মাতা সুখদাসুন্দরী বালককে লইয়া কাঁঠালিয়ায় মামা-শ্বশুর শ্রীকালাচাঁদ সান্যাল মহাশয়ের বাড়ী আসিলেন, তিনি আদর করিয়া গৃহদেবতা শ্রীগোপীনাথের প্রসাদ মনে করিয়া বালকের নাম রাখিয়াছিলেন 'গোপীনাথ'। সেই গোপীনাথই আজ জগৎ প্রসিদ্ধ মহাধুরন্ধর মহামহো-পাধ্যায় পণ্ডিতাগ্রগণ্য ব্রহ্মর্ষি শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ। গোপীনাথের পিতা শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ কবিরাজ মহাশয় পুত্র-জন্মের পাঁচমাস পূর্বে কলিকাতায় এম. এ. পড়িবার সময় অকালে পরলোকে গমন করিয়াছিলেন, তিনি অসাধা-রণ মেধাবী ও পরিশ্রমী ছিলেন। তিনি ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে সংস্কৃতে অনার্স লইয়া প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বি.এ. পাস করেন। তাঁহার সতীর্থদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন সর্বশ্রী ডঃ সার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, রামদয়াল মজুমদার, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত মনীষীগণ। কবিরাজ মহাশয়ের পৈতৃক নিবাস ছিল মৈমনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তর্গত দাইন্যা গ্রামে। আসলে তাঁহারা শাণ্ডিল্য গোত্র বাগচী, বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। ইঁহাদের পূর্ব-পুরুষের মধ্যে কেহ চিকিৎসা-ব্যবসা করিতেন বলিয়া কবিরাজ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। দাইন্যা গ্রামে কবিরাজ বংশের প্রচুর ভূসম্পত্তি ছিল। দেখাশোনা করিবার লোকের অভাবে সেইসব বিষয়আশয় হাতছাড়া বা বেদখল হইয়া যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কবিরাজ মহাশয়ের পৈতৃক নিবাস স্থান দাইন্যা হইলেও তাঁহার বাল্যাবস্থা খামরাইতেই অতিবাহিত হয় এবং সেইখানেই তিনি প্রাথমিক শিক্ষা প্রাপ্ত হন। তাঁহার ঠাকুরদাদা (পিতার মামা) শ্রীকালাচাঁদ সান্যাল মহাশয় তাঁহার বাসস্থান কাঁঠালিয়া গ্রামে নাতিকে নিয়া ৯ বৎসর বয়সে উপনয়ন দেন। উপবীত গ্রহণের পর হইতে তিনি প্রত্যহ সন্ধ্যাহ্নিক ও শালগ্রামে শ্রীনারায়ণ পূজা করিতেন। ১৩ বৎসর বয়সে তাঁহার অর্ধকালী বংশের একটি পরমাসুন্দরী কন্যা শ্রীমতী কুসুমকামিনীর সহিত বিবাহ হয়। এই বাল্যবিবাহের দ্বারা তাঁহার অধ্যয়নে কোন প্রকার বিঘ্ন উৎপন্ন হয় নাই। এমনই ছিলেন তিনি বাল্যাবস্থা হইতে সংযমী। বিবাহের কিছুদিন পর একবার যুবক গোপীনাথ শ্বশুরবাড়ী হালালিয়া গিয়াছেন। যুবাবস্থায় সাধারণতঃ দেখা যায়, লোকে শ্বশুরবাড়ী গিয়া কত আমোদ প্রমোদ, হাস্য পরিহাস করে। কিন্তু যুবক গোপীনাথ এই সব কৌতুকাদিতে কোন প্রকার আনন্দ পাইতেন না। তিনি পড়াশুনাতেই অধিক আনন্দ অনুভব করিতেন। খাবার সময় হইয়াছে কিন্তু জামাতাকে বাড়ীতে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। শ্বশুরবাড়ীর সকলেই জামাইর জন্য অতিশয় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। অন্বেষণ করিতে করিতে একজন গিয়া দেখেন জামাতা গোপীনাথ গ্রন্থাগারে বসিয়া অতিশয় মনোযোগের সহিত পুস্তক পাঠ করিতেছেন। বই পাইলে তিনি স্নানাহার পর্যন্ত ভুলিয়া যাইতেন। এই স্বভাব আমরা তাঁহার পরবর্তী জীবনেও দেখিয়াছি। পুস্তক লইয়া একবার বসিলে তিনি পাঠে এমন তন্ময় হইয়া যাইতেন যে পুনঃপুনঃ ডাকিয়াও তাঁহাদের বাড়ীর ভিতরে ভোজনের জন্য নেওয়া যাইত না। এমনই ছিল তাঁহার অধ্যয়নে তীব্র অভিরুচি।

তিনি ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ঢাকার জুবিলী হাই স্কুল হইতে কৃতিত্বের সহিত প্রথম বিভাগে এন্ট্রেন্স্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই অল্প বয়সেই গোপীনাথ সিদ্ধান্তকৌমুদী পানিনীয় ব্যাকরণ মহাভাষ্য সহিত সমাপ্ত করিয়াছিলেন। সাথে সাথে ইংরাজী ভাষায় প্রসিদ্ধ কবি মিল্টন, সেক্সপীয়র, বায়রণ, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, ব্রাউনিং, এমার্সন প্রভৃতির পুস্তকসকল পড়িয়া শেষ করেন। সংস্কৃত ও ইংরাজী সাহিত্যে তাঁহার রুচি অধিক ছিল। একজন এম. এ. ক্লাসের ছাত্রও এইসব গ্রন্থ পড়িয়া শেষ করিতে পারে না যাহা গোপীনাথ এন্ট্রান্স ক্লাসে পড়িতে পড়িতে করিয়াছিলেন। এমনই তিনি ছিলেন মেধাবী ও পরিশ্রমী। তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় তাঁহার শিক্ষকগণ এই সময় পাইয়া তাঁহার উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে লাগিলেন। এইসব শিক্ষকদের মধ্যে শ্রীমথুরামোহন চক্রবর্তী, শ্রীরজনীকান্ত আমিন ও শ্রীনবকুমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দের নিকট হইতে তিনি বহুপ্রকার সাহায্য ও সদুপদেশ পাইতেন। বিদ্যার্জনের সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রগঠনের এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকেও তাঁহার লক্ষ্য কম ছিল না। সাধারণতঃ দেখা যায় বুদ্ধিমান বা মেধাবী ছাত্ররা কম পরিশ্রমী হইয়া থাকে। কিন্তু কবিরাজ মহাশয়ের মধ্যে আমরা ইহার ব্যতিক্রম দেখিতে পাই। একাধারে যেমন ছিলেন তিনি 'ইনটালিজেন্ট' তেমনি ছিলেন তিনি 'ডিলিজেন্ট'—এ যেন মণিকাঞ্চন যোগ। কিন্তু স্বাস্থ্য ভাল না থাকার কারণে মাঝে মাঝে পড়াশুনার বাধা আসিয়া পড়িত। ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিয়া তাঁহার শরীর খুবই খারাপ হয় সেইজন্য ঢাকায় এফ. এ. পড়া সম্ভব না হওয়ায় তিনি কলিকাতায় পড়িবার জন্য আসেন। সেখানেও ম্যালেরিয়া জ্বর হইবার আশংকায় বালক গোপীনাথ সুদূর জয়পুর মহারাজার কলেজে পড়িবার জন্য গমন করেন। সেখানে তাঁহার এমন কোন পরিচিত ব্যক্তি ছিলেন না যাঁহার বাড়ীতে গিয়া তিনি উঠিতে পারেন। সঙ্গে সঙ্গে অর্থের অনটন তো লাগিয়াই ছিল। অধ্যয়নের জন্য তাঁহার হৃদয়ে এমনই তীব্র বাসনা যে কোন অসুবিধা বা বাধাই তাঁহাকে উদ্যমহীন করিতে পারে নাই।

ইতিমধ্যে ঠাকুরদাদা (পিতার মামা) কালাচাঁদ সান্যাল মহাশয় পরলোক গমন করেন। তিনি কিছু টাকা কোন এক পরিচিত ব্যবসায়ীর নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন। তিনি মাঝে মাঝে ঐ টাকার সুদের বাবদ গোপীনাথের পড়ার জন্য কিছু দিতেন।

বাঙ্গলাদেশ হইতে প্রায় এক হাজার মাইল দূরে অবস্থিত জয়পুরে আসিয়া বালক গোপীনাথ ষ্টেশনে মালপত্র রাখিয়া নিজের অধ্যবসায়ে মেঘনাদবাবু, সংসারবাবু, কান্তিবাবু, সংজীবনবাবু, অবিনাশবাবু প্রভৃতি সেখানকার গণ্য-মান্য ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সহিত দেখা করিয়া স্বীয় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও পড়িবার তীব্র অভিলাষ জানাইয়া বাসস্থানের ও আহারের ব্যবস্থা করিয়া লইলেন। বাসস্থান এবং আহারের প্রতিদান স্বরূপ তাঁহাকে কয়েকস্থানে গৃহ-শিক্ষকের কার্য করিতে হইত। জয়পুরের মহারাজার কলেজে পড়িতে সেই সময় কোন প্রকার মাসিক বেতন দিতে হইত না। শ্রীসংজীবন গাঙ্গুলী সেই কলেজের তখন অধ্যক্ষ বা প্রিন্সিপাল। বালক গোপীনাথ তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া অল্পসময়ের মধ্যেই নিজের পড়াশোনার গভীরতা, অধ্যয়নের আগ্রহ এবং উন্নত চরিত্রের প্রভাবে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ফেলিলেন এবং অতি সহজেই কলেজে ভর্ত্তি হইয়া গেলেন। সে সময় বঙ্গভঙ্গের দরুণ সমগ্র বাঙ্গলা দেশে স্বদেশী আন্দোলন ব্যাপক ভাবে চলিতেছিল। বাঙ্গলার বাহিরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোন কলেজে যুবকদের প্রবেশ বড়ই কঠিন ছিল। কিন্তু গোপীনাথের কলেজে প্রবেশে এই বাধা উত্থাপিত হয় নাই। এমনই ছিল তাঁহার প্রভাবশালী চরিত্রবল ও ভদ্র-মিষ্ট ব্যবহার। এখন হইতে তিনি নিশ্চিন্ত মনে পাঠে মনোনিবেশ করিতে লাগিলেন।

কলেজে তাঁহার ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন শ্রীনবকৃষ্ণ রায়। তিনি ছিলেন জগৎ বিখ্যাত দর্শনশাস্ত্রের অগাধ পণ্ডিত ডঃ সার ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের অতিশয় প্রিয় ছাত্র ও বিশেষ কৃপার পাত্র। একদিন অধ্যাপক শ্রীনবকৃষ্ণবাবু ক্লাসে একটি প্রসিদ্ধ ইংরাজী কবিতা ব্যাখ্যা করিতে দেন। তিনি ছাত্র গোপীনাথের লেখা খাতা দেখিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া যান। কবিতার ব্যাখ্যা এবং কবি ব্রাউনিংয়ের জীবনী ও তাঁহার রচিত কবিতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া এমন একটি সুন্দর ভাষা ও ভাবযুক্ত প্রবন্ধ তিনি লিখিয়াছিলেন যে, তাঁহার অধ্যাপক নবকৃষ্ণবাবু ভাবের উচ্ছ্বাসে বলিয়াছিলেন "I could not have written better than this."। তিনি কলেজের অধ্যক্ষ (প্রিন্সিপাল) শ্রীসংজীবন গাঙ্গুলীর নিকট গোপীনাথের উচ্চ প্রশংসা করেন এবং প্রবন্ধটি কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্রদের সম্মুখে পাঠ করাইলেন। একজন এফ. এ. কিংবা বি. এ. ক্লাসের ছাত্র যে এই রকম ইংরাজী প্রবন্ধ—তাহাও আবার ব্রাউনিংয়ের মত কবির উপর লিখিতে পারে তাহা কেহ বিশ্বাসই করিতে পারে নাই। এমনই ছিল তাঁহার ভাব ও ভাষার উপর দখল। ইহার পর হইতে তাঁহার প্রশংসা এবং ভাল ছাত্র বলিয়া খ্যাতি কলেজে ছড়াইয়া পড়িল। অধ্যাপক নবকৃষ্ণবাবুর সুপারিশে কলেজের প্রিন্সিপাল সংজীবনবাবু গোপীনাথকে মাসিক ১৫ টাকা পুরস্কার স্বরূপ বৃত্তিদান করেন। তিনিও তাঁহার সম্পূর্ণ শক্তি ও সময় পড়াশুনায় প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। শ্রীভগবানের কৃপায় তাঁহার থাকার, খাওয়ার এবং অর্থের সুব্যবস্থা হইয়া গেল। ছাত্রদের অধ্যয়নই তপস্যা—সেই তপস্যায় গোপীনাথ সর্বদিক হইতে মনকে আকর্ষণ করিয়া পাঠে সর্বতোভাবে লাগাইলেন। এমন ভাবে পাঠে তিনি আত্মনিয়োগ করিলেন যে, অন্য কোন দিকে মন দিবার অবসরই রহিল না।

জয়পুরে থাকাকালীন তিনি যখন বি. এ. পরীক্ষা দেন সেই সময় মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য কাশী কুইন্স কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ আর্থার ভেনিস তথায় গমন করিয়াছিলেন। তিনি কবিরাজ মহাশয়ের পরীক্ষা লইবার সময় তাঁহার বহুমুখী পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার পরিচয় পাইয়া বলিয়াছিলেন এম. এ. পড়িতে তুমি কাশীতে আমার কলেজে যাইও। ছাত্ররা কলেজে ভর্তি হইতে অধ্যক্ষের কতই না তোষামদ ও উমেদারী করে আর এখানে বুদ্ধিমান এবং

SHREE SHREE ANANDAMAYEE SANGHA
BHADAINI, VARANASI, U. P.
CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মেধাবী ছাত্র পাইয়া অধ্যক্ষই ছাত্রকে নিজের কলেজে আনিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া আসিলেন। ইহা কি একজন বি. এ. ক্লাসের ছাত্রের পক্ষে কম কৃতিত্বের কথা ?

বি. এ. পাস করিয়া গোপীনাথ এম. এ. পড়িবার জন্য ১৯১০ খৃষ্টাব্দে কাশী কুইন্স কলেজে ভর্ত্তি হইতে আসিয়া ডঃ ভেনিসের সঙ্গে দেখা করেন। সেই সময়ও তিনি তাঁহার বিদ্যা ও পড়াশুনার বিস্তৃত ক্ষেত্রের পরিচয় প্রদান করিয়া ভেনিস সাহেবের চিত্তাকর্ষণ করিতে সক্ষম হন এবং তিনি যে-সব বিষয় পড়ান তাহাই লইবার জন্য গোপীনাথকে পরামর্শ দেন। তিনি ইংরাজী কিংবা দর্শন নিতে নিষেধ করেন যদিও এই দুই বিষয়ে তাঁহার স্বাভাবিক অধিক রুচি ছিল। ডাঃ ভেনিস বলিলেন, আমি ভারতীয় প্রাচীন ইতিহাস এবং সংস্কৃতি, পুরাকালীন লিপিবিজ্ঞান, মুদ্রাবিজ্ঞান এবং পুরালেখ শাস্ত্র পড়াই ; এই সব তুমি দ্বিতীয় বর্ষে আমার নিকট পড়িবে। এম. এ.র প্রথম বর্ষে তোমাকে সব কিছুই পড়িতে হইবে। ইহা ছাড়া তুমি প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে মহামহোপাধ্যায় শ্রীকৈলাসচন্দ্র শিরোমণি মহাশয়ের সুযোগ্য ও প্রিয় ছাত্র মহামহোপাধ্যায় শ্রীবামাচরণ ন্যায়াচার্য্যের নিকট ন্যায়শাস্ত্র পড়িবে, আমি তাঁহাকে বলিয়া দিব এবং অধ্যাপক নর্মান সাহেবের কাছে পালি, প্রাকৃত, ফ্রেঞ্চ ও জার্মান ভাষা পড়িও। এই সব তোমার জানা থাকিলে ভবিষ্যতে গবেষণা করিতে অনেক সুবিধা হইবে। এইসব পাঠ্য বিষয় ছাড়া ভেনিস সাহেবের নির্দ্দেশ মত ব্রাহ্মী, কুষাণ ও গুপ্তরাজ্যকালীন লিপির ক্রম-বিকাশ সম্বন্ধেও তিনি অধ্যয়ন এবং আলোচনা তাঁহার সহিত করিতেন। গোপীনাথের কুশাগ্র বুদ্ধি ও পড়িবার শৈলী এবং রুচি লক্ষ্য করিয়া ডঃ ভেনিস তাঁহাকে তাঁহার আর্থিক অভাব মোচনের জন্য সেক্সপিয়র ও সাধোলাল ছাত্রবৃত্তি প্রদান করিলেন। সাধারণতঃ একটা ছাত্রবৃত্তিই দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু অধ্যক্ষের বিশেষ সুপারিশে তাঁহাকে দুইটি ছাত্রবৃত্তি দেওয়া হইল। ইহা তাঁহার অসাধারণ যোগ্যতারই পরিচয় বলিতে হইবে। মাঝে মাঝে তিনি অসুখে পড়িতেন বলিয়া অধ্যয়নে বিঘ্ন পড়িতে লাগিল। হৃদ্‌রোগের জন্য তিনি ১৯১২ সনে এম. এ. ফাইনাল পরীক্ষা দিতে পারিলেন না। তথাপি ভেনিস সাহেব তাঁহার ছাত্রবৃত্তি বন্ধ করেন নাই। আচার্য্য নরেন্দ্র দেব শ্রীযুক্ত কবিরাজ মহাশয়ের এক ক্লাস নীচে পড়িতেন। এই অসুখের কারণে কবিরাজ মহাশয় ও নরেন্দ্র দেব একসঙ্গে পড়িতে লাগিলেন। তিনিও একজন অসাধারণ পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন এবং কাশী বিদ্যাপীঠের উপকুলপতির পদে আরূঢ় হইয়া দেশের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ডঃ ভেনিস যখন কাশী রাজকীয় সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ তখন তাঁহার বিশিষ্ট বন্ধু সার জন মার্শল ছিলেন ভারত সরকারের পুরাতত্ত্ব বা প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রধান পরিচালক। তিনি যখন কোন শিলালেখ পাইতেন তাহার প্রতিচিত্র বা ফটোগ্রাফ পাঠোদ্ধারের এবং আলোচনার নিমিত্ত তিনি তাঁহার বন্ধু ভেনিস সাহেবের নিকট পাঠাইতেন। তিনি তাঁহার সুযোগ্য ও বুদ্ধিমান ছাত্র গোপীনাথের সহিত এই সব বিষয় আলোচনা করিয়া তবে তাঁহার বন্ধু মার্শল সাহেবকে তাঁহার মতামত ও বিবরণ পাঠাইতেন। গোপীনাথের বিদ্যা এবং বিচারবুদ্ধির উপর এমনই ছিল মহাপণ্ডিত ডঃ ভেনিসের বিশ্বাস ও নির্ভরতা। তাঁহার মত না লইয়া তিনি কোনপ্রকার বিবরণী গর্ভমেণ্টকে পাঠাইতেন না। গুরুর শিষ্য বা ছাত্রের উপর এ ধরণের উচ্চ ধারণা শিষ্য বা ছাত্রের পক্ষে কম শ্লাঘার বিষয় নহে।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে এম. এ. পরীক্ষা দিবার জন্য তিনি এলাহাবাদ গমন করেন। তথায় মৌখিক পরীক্ষা লইবার জন্য পুণা হইতে বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত ডঃ ভাণ্ডারকর আসিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন একজন সংস্কৃতের বিশেষজ্ঞ ধুরন্ধর পণ্ডিত। তিনি পরীক্ষা গ্রহণকালে পরিজ্ঞাত হইলেন যে কবিরাজ মহাশয় জার্মান, ফ্রেঞ্চাদি ভাষায় প্রকাশিত পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধীয় নূতন নূতন যে সব গবেষণা হইয়াছে সে সকলের সহিত পরিচিত আছেন। তাঁহার জ্ঞানের পরিসর কত বিস্তৃত ও ব্যাপক তাহা অবলোকন করিয়া পরীক্ষক শ্রীভাণ্ডারকর বিশেষ প্রভাবিত হইয়াছিলেন। পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইলে দেখা গেল তিনি প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া পাস করিয়াছেন। বলা হয় এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইহার পূর্বে কেহ এই এত বেশী নম্বর পাইয়া পাস করে নাই।

সব থেকে আশ্চর্যের বিষয় পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইবার সাথে সাথে লাহোর গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের এবং আজমীর মেও কলেজের অধ্যক্ষদ্বয় ডঃ ভেনিসের কাছে শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়কে তাঁহাদের কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করিয়া তার করিয়াছিলেন। লোকে কত সাধ্য সাধনা করিয়াও উচ্চপদে নিযুক্ত হইতে পারে না। কিন্তু তিনি তাঁহার প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের গুণে বিনা আবেদনে নানাস্থান হইতে নিযুক্তি-পত্র পাইতে লাগিলেন। আরও বিস্ময়কর বিষয়, তিনি জীবনে কখনও চাকুরীর জন্য আবেদনপত্র লিখেন নাই। ইহা কি কম আশ্চর্য্যের বিষয়? তিনি উপরোক্ত কোন চাকুরী গ্রহণ না করিয়া ডঃ ভেনিসের পরামর্শ মত তাঁহার অধীনে থাকিয়া সরস্বতী ভবনে গবেষণা কার্য্যে লাগিয়া গেলেন। এই পুস্তকালয়ে হস্ত-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লিখিত বহু সংস্কৃত পুঁথি এবং ইংরাজী, ফ্রেঞ্চ, জার্মান প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় মুদ্রিত বিবিধ বিষয়ের উপর বহু তথ্যপূর্ণ পুস্তক থাকিবার দরুণ কবিরাজ মহাশয়ের নানা দিকের জ্ঞানার্জনের সুবিধা হইয়াছিল। তিনি অর্থ হইতে জ্ঞানের মর্যাদা অধিক বোধে বহু সম্মানিত ও অধিক বেতনের চাকুরী প্রত্যাখ্যান করিতে পারিয়াছিলেন। দুইটি পরের ঘটনা এখানে উল্লেখ করিলে বোধ হয় খুব বেশী অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের সর্বতোমুখী গভীর পাণ্ডিত্য এবং গবেষণা কার্যে তাঁহাকে অতিশয় অভিজ্ঞ মনে করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং কর্ণধার, সর্ব-জনমান্য উদার এবং গুণগ্রাহী শ্রীযুক্ত সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে লইয়া যাইবার জন্য স্বয়ং কাশী পর্যন্ত আসিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বহু চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে কাশী ছাড়াইয়া কলিকাতা আনিতে পারেন নাই। আর একবার ঠিক এই ভাবে লক্ষ্ণৌ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপকুলপতি ডঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয় শ্রীযুক্ত কবিরাজ মহাশয়কে অধিক বেতন দিয়াও কাশী ছাড়াইয়া লক্ষ্ণৌ লইয়া যাইতে কৃতকার্য হন নাই। এমনই ছিল তাঁহার কাশীর সংস্কৃত কলেজ ও সরস্বতী ভবনের উপর অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার অনুকূল স্থান বলিয়া আকর্ষণ। তিনি অর্থ ও সম্মান হইতে জ্ঞানার্জনকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিতেন এবং কার্যতঃও জীবনে তাহাই দেখাইয়াছেন। এই বিষয়ে তিনি যে আদর্শ জগতকে দেখাই-য়াছেন তাহা চিরকাল স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। তিনি কার্যস্থল হইতে অব-সর গ্রহণের পর প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি পড়াইবার জন্য অক্স-ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বেশ মোটা টাকা বেতনে অধ্যাপকের কার্য পাইয়াছিলেন, তিনি তাহাও প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। এমনই ছিল তাঁহার অর্থ ও পদের উপর উদাসীনতা ও উপেক্ষা। বারাণসীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় যখন স্থাপিত হয় তখন উত্তর প্রদেশ সরকার তাঁহাকে অতি সম্মানের এবং তিন হাজার টাকা বেতনের প্রথম উপকুলপতি পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সেই বহুজন-আকাঙ্ক্ষিত এবং শিক্ষাবিভাগের সর্বোচ্চ পদও তিনি স্বীকার করেন নাই। সাধনে এই দায়িত্বপূর্ণ কার্য বাধা সৃষ্টি করিবে বলিয়াই তিনি কাশীর বিদ্বৎসমাজের প্রার্থনা সত্ত্বেও ঐ পদ গ্রহণে অস্বীকার করিয়াছিলেন। এমনই ছিল তাঁহার সাধনে রুচি।

শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের গভীর জ্ঞান ও গবেষণা কার্যে সফলতা দেখিয়া উত্তর প্রদেশ শিক্ষাবিভাগ তাঁহাকে সরস্বতী ভবনের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করেন। এই সম্মানিত পদে ইহার পূর্বে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীবিন্ধ্যেশ্বরীপ্রসাদ দ্বিবেদী কার্য করিতেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল তিনি উত্তর প্রদেশের শিক্ষা বিভাগে স্থায়ীরূপে প্রথম প্রবেশ করেন। নিজের অগাধ পাণ্ডিত্যের গুণে এবং সর্ববিষয়ে গবেষণা কার্যের দক্ষতা দেখিয়া ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে মহামহোপাধ্যায় ডঃ গঙ্গানাথ ঝা কাশী রাজকীয় সংস্কৃতের কলেজের প্রিন্সিপলের পদ হইতে নিবৃত্ত হইবার পর গভর্ণমেণ্ট ঐ সম্মানিত পদে কবিরাজ মহাশয়কেই নিযুক্ত করেন। এই পদের জন্য বহু বিদ্বান্ ব্যক্তি চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু নির্বাচন-সমিতির সদস্য শ্রী এ. বি. ধ্রুব এবং ডঃ গঙ্গানাথ ঝা কবিরাজ মহাশয়ের গভীর পাণ্ডিত্য ও যোগ্যতার আদর করিয়া তাঁহাকেই এই উচ্চপদের দ্বারা অলঙ্কৃত করেন। এই পদও তিনি গ্রহণ করিতে সম্মত ছিলেন না তথাপি তাঁহার স্কন্ধে ইহা একপ্রকার জোর করিয়াই চাপান হইয়াছিল। প্রধান অধ্যক্ষের দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য তাঁহার সাধনায় বাধা উৎপন্ন করিতে পারে ইহা মনে করিয়াই তিনি ইহা লইতে রাজী ছিলেন না। এই পদের জন্য ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বহু যোগ্য ব্যক্তি প্রার্থী ছিলেন।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত কবিরাজ মহাশয় এম. এ. পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া তাঁহার পিতার বন্ধু এবং সতীর্থ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীরাম-দয়াল মজুমদার মহাশয়ের সাথে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। তিনি তখন মৈয়মনসিংহের টাঙ্গাইল কলেজের অধ্যক্ষ বা প্রিন্সিপাল। কবিরাজ মহাশয় পিতার পরিচয় দিয়া তাঁহাকে প্রণাম করাতে তিনি বন্ধুর পুত্রকে দেখিয়া খুবই খুশী হন। কথায় কথায় তিনি মজুমদার মহাশয়কে প্রশ্ন করিলেন "আপনারা বলেন এবং আমাদের শাস্ত্রেও বহুস্থানে উল্লেখ আছে, ভগবান সর্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান ও দয়ালু। তিনি সব জানেন, তাঁহার অজানা জগতে কিছু নাই। তিনি সব কিছু করিতে পারেন এমন শক্তি তাঁহার আছে— সংসারে এমন কোন কার্য নাই যাহা তিনি করিতে না পারেন। এবং তিনি দয়ালুও বটেন অর্থাৎ পরের দুঃখ দেখিয়া তাঁহার হৃদয় করুণায় দ্রবীভূত হয়। পরমেশ্বর জগতের প্রত্যেকের দুঃখের বিষয় জানেন, তিনি সকলের দুঃখ দূর করিতে সমর্থ এবং তিনি অতিশয় দয়ালুও। তবে জগতে এত দুঃখ কেন? এই উপরোক্ত তিনটি গুণের মধ্যে যদি একটিও গুণ তাঁহাতে না থাকিত তাহা হইলে জগতের দুঃখ দূর করিবার প্রশ্ন উঠিত না। যদি তিনি জগতের দুঃখ না জানিতেন, অথবা তাঁহার যদি দুঃখ দূর করিবার ক্ষমতা না থাকিত অথবা জগতের দুঃখ দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে যদি করুণার সঞ্চার না হইত, তাহা হইলে সংসারে দুঃখ থাকিতে আপত্তি ছিল না। কিন্তু এই তিনটি গুণ তাঁহাতে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও সংসারে এত দুঃখ কষ্ট কেন?"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কবিরাজ মহাশয়ের এই প্রশ্ন শুনিয়া শ্রীযুক্ত মজুমদার মহাশয় উত্তর দিলেন, "দেখিতেছি, তুমি খুবই বুদ্ধিমান, তোমার প্রশ্নও অতিশয় পাণ্ডিত্য-পূর্ণ এবং পড়াশুনাও মনে হয় তুমি যথেষ্ট করিয়াছ। এই প্রশ্নের উত্তর তুমি নিজে চিন্তা করিয়া আবিষ্কার কর।" পরে কবিরাজ মহাশয় স্বয়ংই চিন্তা করিয়া এই প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া লইয়াছিলেন। এমনই ছিল তাঁহার অসাধারণ চিন্তাশক্তি এবং কোন বিষয়ের সমাধান করিবার যোগ্যতা।

তাঁহার অসাধারণ ছিল ধৈর্যগুণ। তাঁহাকে কখনও আমরা বিরক্ত বা ধৈর্য-চ্যুত হইতে দেখি নাই। যে কেহ, যখন, যে কোন প্রকার প্রশ্ন করিতেন তাহা তিনি অতিশয় সরলভাবে তাঁহাকে বুঝাইয়া দিতেন। তাঁহার উত্তরের মধ্যে কখনও কোন প্রকার জটিলতা বা হেঁয়ালিভাব থাকিত না। প্রশ্নকর্তা যতক্ষণ পর্যন্ত বিষয়টি যথাযথ ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিতেন ততক্ষণ তিনি নানাভাবে তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন। প্রশ্নকর্তা বুঝিতে পারিতেছেন না বলিয়া কখনও তিনি বিরক্তি প্রকাশ করিতেন না। আপাতদৃষ্টিতে শাস্ত্র বাক্যের মধ্যে কোথায় কোথায়ও বিরুদ্ধতা দৃষ্টিগোচর হয়, কিন্তু তিনি এই সব বিরুদ্ধতার এমন একটা সমন্বয় বা মীমাংসা করিয়া দিতেন যাহা আমরা ধারণা বা কল্পনা করিতেও পারি নাই। এমনই ছিল তাঁহার শাস্ত্রে প্রবেশ, সমন্বয় করিবার অপূর্ব শৈলী এবং বুঝাইবার উপযুক্ত জ্ঞান ও শক্তি যাহা বহু বড় বড় পণ্ডিতদের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায় না।

তাঁহার মধ্যে পাণ্ডিত্যের কিংবা উচ্চপদের অভিমান আমরা কখনও দেখিতে পাই নাই। একদিন বৈকালে তাঁহার ঘরে গিয়া দেখি তাঁহার আশ্রিত শ্রীসীতা-রামের কন্যা শ্রীমতী শিবরাণীকে (বেবীকে) তিনি হল্ এ্যাণ্ড স্টিভেন্সের জ্যামিতির ৫ম থিয়োরেম বুঝাইতেছেন। একটি ত্রিকোণের দুইটি বাহু যদি সমান হয় তাহা হইলে ঐ দুই বাহুর সংলগ্ন কোণ দুইটি সমান হইবে। একজন সপ্তম শ্রেণীর স্কুলের ছাত্র কিংবা ছাত্রীকে শিক্ষক যে ভাবে পড়ান সেই ভাবে তিনি বেবীকে বার বার বুঝাইতেছেন। আর একদিন ঠিক ঐ সময় যাইয়া দেখি তিনি তিনচারি জন বৃদ্ধ ভদ্রলোককে ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা শুনাইতে ব্যাপৃত আছেন এবং বাচস্পতি মিশ্রের ভামতী টীকা এবং মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের ব্রহ্মসূত্রের উপর শক্তিভাষ্য অনর্গল বলিয়া যাইতেছেন। এই দুইখানি কঠিন গ্রন্থ যেন তাঁহার মুখস্থ—একটুও চিন্তা করিতে হইতেছে না এবং পুস্তক দেখিবারও আবশ্যকতা ছিল না।

সর্বশাস্ত্রেই যে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল তাহা একদিনকার একটি ঘটনায় বেশ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। যদ্যপি তাঁহার প্রিয় ও সমাদৃত বিষয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছিল যোগ, তন্ত্র, শৈবাগম ও বৌদ্ধদর্শন তথাপি তিনি সকল প্রকার শাস্ত্রই অনুশীলন করিতেন। গ্রীষ্ম ঋতুর প্রারম্ভে বেলা অনুমান চারি ঘটিকার সময় তাঁহার সিগরার বাড়ী গিয়া দেখি তাঁহার ঘরে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতপ্রবর ডঃ প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় এবং পণ্ডিত রাজেন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বসিয়া আছেন। তর্কভূষণ মহাশয় তখন কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ওরিয়েণ্টাল কলেজের অধ্যক্ষ। রাজেন্দ্র পণ্ডিত মহাশয় কবিরাজ মহাশয়কে বলিলেন, তর্কভূষণ মহাশয় তাঁহার কলেজের আচার্য পরীক্ষার্থীদের জন্য একখানা মহর্ষি কপিলের সাংখ্য-দর্শনের উপর পুস্তক লিখিতে ইচ্ছা করিতেছেন; আপনার সঙ্গে সে বিষয়ের উপর একটু আলোচনা করিতে চান।" এই কথার উপর শ্রীযুক্ত কবিরাজ মহাশয় বলিলেন, "তর্কভূষণ মহাশয় সাংখ্য-দর্শনের উপর পুস্তক লিখিতে ইচ্ছা করিতেছেন খুবই ভাল কথা। তবে আচার্য পরীক্ষার্থীর জন্য নূতন করিয়া সাংখ্য-দর্শনের উপর পুস্তক লিখিবার কোন প্রয়োজন দেখি না। কারণ সাংখ্য-দর্শনের উপর যে সব পুস্তক আছে সে সবই আচার্য পরীক্ষার্থীদের পক্ষে পর্যাপ্ত বলিয়া মনে হয়। নূতন করিয়া পুস্তক লিখিবার কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি না।" এই কথা বলিয়া তিনি সাংখ্য-দর্শনের পাঁচ সাতখানা পুস্তকের নাম করিলেন। তর্কভূষণ মহাশয় অম্লান বদনে স্বীকার করিয়া গেলেন তিনি এই সব গ্রন্থের নামও শ্রবণ করেন নাই পড়া তো দূরের কথা—যদ্যপি সাংখ্য-দর্শনের উপর তিনি অনেক গ্রন্থই দেখিয়াছেন। উঠিবার মুখে রাজেন্দ্র পণ্ডিত মহাশয় বলিয়া গেলেন, "মহামহোপাধ্যায় তর্কভূষণ মহাশয় যাহাও কিছু লিখিতেন, আপনার এই কথার উপর তিনি আর কিছু লিখিবেন বলিয়া মনে হয় না।"

আর একবার এই সিগরার বাড়ীতেই মিরাট কলেজের এক সংস্কৃতের অধ্যাপক মহর্ষি বাৎসায়নের কামশাস্ত্রের উপর বেশ একখানা মোটা বই লিখিয়া কবিরাজ মহাশয়কে উপহার দিয়া, পুস্তক সম্বন্ধে তাঁহার মত প্রার্থনা করিলেন। কবিরাজ মহাশয় পুস্তকখানা হাতে নিয়া প্রথম কয়েক পাতা, মধ্যের কয়েক পৃষ্ঠা এবং শেষের দিকের কিছু অংশ অবলোকন করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "ঋষি কি সাধারণ লোকের ভোগবিলাসের জন্য শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন? আপনার পুস্তকের মধ্যে কোথায়ও তো সাধনার দিকটা আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। এই বই প্রকাশিত হইলে জনসাধারণের উপকারের পরিবর্তে অপকারই অধিক হইবে।" কবিরাজ মহাশয়ের পুস্তকের উপর এই মন্তব্য শুনিয়া অধ্যাপকটি বলিয়া গেলেন, তিনি এই দিকটা চিন্তাই করেন নাই। অতএব এই পুস্তক তিনি প্রকাশ করিবেন না। তাঁহার কিছু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থদণ্ড ছিল তাহা এইভাবে হইয়া গেল। লেখক কবিরাজ মহাশয়কে প্রশ্ন করিলেন এত অল্প সময়ের মধ্যে আপনি এই পুস্তকে কি বিষয় আলোচিত হইয়াছে কি করিয়া বুঝিলেন? তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিলেন, সম্পূর্ণ বই পড়িতে হইবে কেন? সকল শাস্ত্রীয় গ্রন্থে অনুবন্ধ চতুষ্টয় থাকে। গ্রন্থের অধিকারীকে অর্থাৎ কাহার জন্য গ্রন্থ রচনা করা হইয়াছে? বিষয় কি? সম্বন্ধ কি? প্রয়োজন কি? এই সব যে পুস্তকে আলোচনা করা হইয়াছে তাহা প্রথম দিকটা, মধ্যের ও শেষের কয়েক পাতা পড়িলেই ধরা পড়ে। এমনই ছিল তাঁহার গ্রন্থ সমালোচনার শৈলী এবং অসাধারণ যোগ্যতা ও কুশাগ্রবুদ্ধি।

শ্রীযুক্ত কবিরাজ মহাশয়ের বাল্যাবস্থা হইতেই সাধু, সন্ন্যাসী, ভক্ত, যোগী ও মহাপুরুষ দর্শনের ও সৎসঙ্গের একটা শুভ সংস্কার দৃষ্টিগোচর হইত। ধর্মবিশ্বাস ছিল তাঁহার অতি মাত্রায়। ধামরাই থাকাকালীন মাধব-বাড়ীতে নিত্য কীর্ত্তন ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হইত। তিনি প্রত্যহ সেই সব অতি মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিতেন। পরবর্ত্তীকালেও দেখা গিয়াছে সাধুদর্শন ও রস-কীর্ত্তন শুনিবার সুযোগ পাইলে কখনও তাহা ছাড়িতেন না। শ্রীরামদয়াল মজুমদার ও শ্রীশশীভূষণ সান্যাল (শ্রীশিবরামকিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ) মহাশয়ের আধ্যাত্মিক প্রভাব তাঁহার জীবনের উপর প্রভূত পরিমাণে পড়িয়াছিল। শোনা যায় শিবরামকিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ মহারাজ স্বয়ং পতঞ্জলি মহর্ষির নিকট হইতে পাণিনীয় ব্যাকরণের মহাভাষ্য পড়িয়াছিলেন এবং স্বয়ং বিশ্বনাথ তাঁহাকে অর্থসংকটে স্বীয় ভক্তদ্বারা সাহায্য করিতেন। এইভাবে তিনি জীবনে বহু উপকার ও সহায়তা দেবতা ও মহাপুরুষ হইতে অলৌকিক ভাবে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য, সাধনা, ত্যাগ, বৈরাগ্য, নির্ভরতা ও নির্লিপ্ততা বাস্তবিকই অসাধারণ ও অনুকরণযোগ্য এবং প্রশংসনীয় ছিল। কবিরাজ মহাশয়ের জীবনেও এই সকল সদ্‌গুণের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। মনে হয় ইহা শ্রীশিবরামকিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ মহাশয়েরই প্রভাব। দীর্ঘ কাল তিনি নিয়মিত ভাবে তাঁহার সঙ্গলাভ করিয়াছেন এবং তাঁহার কৃপা পাইয়াছেন। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম তিনি যোগিরাজ শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস মহারাজের দর্শন লাভ করেন। "জ্ঞানগঞ্জ" ও "সূর্যবিজ্ঞানের" প্রসঙ্গ তিনি প্রথম স্বামীজীর মুখেই শুনিতে পান এবং তাঁহার যোগশক্তির পরিচয় পাইয়া তিনি তাঁহার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। স্বামীজী বৎসরের মধ্যে প্রায় ছয় সাত মাস কাশীতে বাস করিতেন। অবশিষ্ট পাঁচ ছয় মাস তিনি পুরী, বর্দ্ধমান ও কলিকাতায় থাকিতেন। তিনি কাশীতে যতদিন নিবাস করিতেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কবিরাজ মহাশয় প্রত্যহ তাঁহাকে দর্শন করিতে তাঁহার আশ্রমে যাইতেন এবং যোগ সম্বন্ধে নানাবিধ আলোচনা করিতেন। পরমহংসজীর সৎসঙ্গ দ্বারা তিনি এতই মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন যে ২১শে জানুয়ারী ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার হনুমান ঘাটের আশ্রমে তাঁহার নিকট তিনি বিধিমত দীক্ষা বা মন্ত্র গ্রহণ করিলেন। কবিরাজ মহাশয়ের দীক্ষাগুরু হইলেন যোগিরাজ পরমহংস স্বামী শ্রীবিশুদ্ধানন্দ তীর্থ, শিক্ষাগুরু ছিলেন যোগিবর ব্রহ্মনিষ্ঠ তত্ত্ববেত্তা ঋষিকল্প শ্রীশিবরামকিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ মহারাজ এবং লৌকিক বিদ্যাগুরু ছিলেন প্রাচীন শিক্ষা-পদ্ধতিতে নিষ্ঠবান প্রাচ্য এবং পাশ্চত্ত্য বিদ্যার ধুরন্ধর পণ্ডিত ডক্টর আর্থার ভেনিস। শ্রীযুক্ত কবিরাজ মহাশয়ের জীবনের উপর এই তিনজন মহাপুরুষের অলোকসামান্য প্রভাব আশাতীত পূর্ণরূপে পড়িয়াছিল—যাহাকে গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর মিলন বা ত্রিবেণী-সঙ্গম বলা যাইতে পারে।

আশ্চর্য্যের বিষয় যোগত্রয়ানন্দ মহারাজের সঙ্গে সাত বৎসর অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে সঙ্গ করিয়াও তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করা হয় নাই। তাই বলা হয় গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ পূর্ব হইতে নির্ধারিত হইয়া থাকে।

ভেনিস সাহেবের অধিকাংশ সময় অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার কার্য্যেই অতিবাহিত হইত। সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম তাঁহার মেমসাহেবই করিতেন। তিনি কিন্তু উগ্র স্বভাবের মহিলা ছিলেন। অল্পেই শীঘ্র তিনি অসন্তুষ্ট হইয়া পড়িতেন। সেইজন্য ভেনিস তাঁহাকে ভয় করিতেন। তাঁহাদের এক পুত্র এবং এক কন্যা ছিলেন। পুত্র প্রথম মহাযুদ্ধে জীবন ত্যাগ করেন এবং কন্যার বিবাহ হইয়া যাওয়ায় তাঁহারা বড়ই একাকী অনুভব করিতেন, বিশেষ করিয়া মেমসাহেব। সাহেবের পড়াশুনাতেই সময় ব্যয়িত হইত, মেমসাহেবের আর দিন কাটিত না। ভেনিস সাহেব অধ্যয়নে এত তন্ময় হইয়া যাইতেন যে আহারের সময়ও তাঁহার হুঁশ থাকিত না। মেমসাহেব তাঁহার ঘরে গিয়া গর্জন করিতেন Arther ! Shall I have to remind you for your lunch ? (আর্থার, তোমার খাবার সময় হইয়াছে, ইহাও কি আমাকে মনে করাইয়া দিতে হইবে ?)। সাহেব কোন প্রত্যুত্তর না করিয়া তাড়াতাড়ি পড়া ছাড়িয়া মেমসাহেবের সঙ্গে সঙ্গে খাবার ঘরে চলিয়া যাইতেন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে অল্প কয়েকদিনের অসুখে তিনি পরলোক গমন করেন। ইহার পর মেমসাহেবের আর্থিক স্থিতি কিছু খারাপ হইয়া পড়ায় তিনি স্বামীর প্রিয় ছাত্র কবিরাজ মহাশয়কে দুই একবার তাহা জানাইয়াছিলেন। পক্ষান্তরে তিনিও যথাসাধ্য গুরুপত্নীকে সাহায্য করিয়াছিলেন।

১৯২০ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে যোগিবর শ্রীশিবরামকিঙ্কর যোগত্রয়া-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নন্দজী সাংসারিক বিশেষ কোন কারণবশতঃ তাঁহার প্রিয় শ্রীবিশ্বনাথের অবিমুক্ত ক্ষেত্র বারাণসী চিরদিনের জন্য ত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হন। তিনি শ্রীমৎ স্বামী শিবরামানন্দ মহারাজের শিষ্য ছিলেন বলিয়া "শিবরাম-কিঙ্কর" এবং একাধারে তিনি যেমন ছিলেন কর্মযোগী, তেমন ভক্তযোগী ও জ্ঞানযোগী তাই তিনি "যোগত্রয়ানন্দ"। এইরূপ গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গম বড় দৃষ্টিগোচর হয় না। তিনি উত্তরপাড়ায় গঙ্গাতটে ২৫শে আশ্বিন ১৩৩৬ সালে (১৯২৭ খৃঃ) প্রায়োপবেশন দ্বারা স্বীয় ঐহিক লীলা সম্বরণ করেন। দেহান্তর পূর্বে তিনি আতুর সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ডঃ আর্থার ভেনিস ও স্বামী শিবরামকিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দজীর অভাবে কবিরাজ মহাশয় কলেজের নিত্যকর্ত্তব্য কর্মে যতটুকু সময় দেওয়ার প্রয়োজন ততটুকু সময় দেওয়ার পর যাহা সময় অবশিষ্ট থাকিত তাহা তিনি আধ্যাত্মিক চিন্তা, সাধনা ও গুরুসঙ্গে অতিবাহিত করিতেন। প্রত্যহ বৈকালে শ্রীগুরুদেবের চরণে উপস্থিত হওয়া তাঁহার একটি নিত্যকর্ম ছিল। পারতপক্ষে তিনি এই কার্যে কখনও অনুপস্থিত বা অবহেলা করিতেন না। ইহা তিনি সাধনার অঙ্গ মনে করিতেন। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শ্রীকবিরাজ মহাশয় কাশী গভর্ণমেন্ট সংস্কৃত কলেজের প্রধান অধ্যক্ষ পদে অতিশয় সুখ্যাতি ও কৃতিত্বের সহিত কার্য নির্বাহ করিয়া ১৩ই মার্চ ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁহার কর্মস্থল হইতে অসময়ে অবকাশ গ্রহণ করেন। আরও আট বৎসর কাল তিনি এই সম্মানিত ও বহুজন প্রার্থিত উচ্চপদে কর্ম করিতে পারিতেন। অবসরপ্রাপ্তির নির্দিষ্ট কালের পূর্ব্বে পদত্যাগ করার ফলে তিনি প্রায় (১,২৫০০০) সওয়া লক্ষ টাকা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন এবং অবসরবৃত্তি বা উত্তরবেতনও সেই অনুসারে কম হইয়াছে। অর্থ হইতে পরমার্থকে তিনি সর্বতোভাবে উচ্চ স্থান দিতেন বলিয়াই এত টাকার আকর্ষণ তিনি অনায়াসে পরিত্যাগ করিয়া গুরুর নির্দেশানুসারে আধ্যাত্মিক সাধনা ও যোগানুষ্ঠানে মনোনিবেশ করিতে পারিয়াছিলেন। সাধনায় ইহা বিঘ্ন উৎপাদন করিবে ধারণা করিয়াই এতবড় পদ হইতে স্বেচ্ছায় তাঁহার অবসর গ্রহণ। পেনসন গ্রহণের কয়েক বৎসর পূর্বে উত্তর প্রদেশের লোকশিক্ষা বিভাগের প্রধান পরিচালক ম্যাকেঞ্জি সাহেব কলেজ পরিদর্শন করিতে আসিয়া সার্কিট হাউসে বাস করিতেছিলেন। কবিরাজ মহাশয় কলেজ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য তাঁহার বাসস্থানে যান। কাজ শেষ করিয়া যখন তিনি উঠিবেন সেই সময় সাহেব তাঁহাকে বলিলেন, আমি শীঘ্রই ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর হইয়া হায়দ্রাবাদ যাইতেছি। আমি এখান হইতে যাইবার পূর্বে আপনার কি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপকার করিয়া যাইতে পারি ? তিনি হয়তো মনে করিয়াছিলেন কবিরাজ মহাশয় কোন খেতাব কি উপাধির জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিবেন। যিনি সর্ববিধ স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ উপাধি ত্যাগের জন্য গুরুর আদেশানুসারে যোগানুষ্ঠানে তৎপর তাঁহার নিকট তুচ্ছ খেতাবের কি মূল্য ? কবিরাজ মহাশয় ম্যাকেঞ্জি সাহেবকে বলিলেন, "আপনি এখান থেকে যাইবার পূর্বে যদি আমাকে চাকুরী হইতে অবসর দিয়া যান তাহা হইলে আমি বিশেষ উপকৃত হইব। আপনি দয়া করিয়া এই উপকার করিবার জন্য আমি আপনাকে পূর্বেই ধন্যবাদ জানাইতেছি।" কবিরাজ মহাশয়ের মুখে এই কথা শুনিয়া সাহেব আশ্চর্য হইয়া গেলেন। এই সকল সম্মানিত উচ্চপদে থাকিবার জন্য লোকে উপর-ওয়ালাকে কতই না অনুনয় বিনয় করিয়া থাকেন। আর কবিরাজ মহাশয় স্বেচ্ছায় সেই পদ হইতে অবসর গ্রহণের জন্য সাহেবকে অনুরোধ করিতেছেন ! ইহা কি কম ত্যাগের কথা ? আধ্যাত্মিক মার্গে কতখানি অগ্রসর হইলে তবে জীবনে এইরূপ ত্যাগ আসে।

সাধুদর্শন ও তত্ত্বানুসন্ধান ছিল তাঁহার জীবনের দুইটি প্রধান সম্বল। তাঁহার এই বিরাট ব্যক্তিত্বের সংঘটন সাধু-মহাত্মাদের কৃপাদ্বারা যে সম্ভব হইয়াছে ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কাশীই ছিল তাঁহার বিদ্যাপীঠ, কর্মস্থল ও সাধনক্ষেত্র। অধিকাংশ সাধু ও মহাত্মাদের দর্শন তিনি এইখানেই করিয়াছেন। সাধুদর্শন করিতে যাইয়া তিনি কখনও তাঁহাদের জাতি, ধর্ম, আচার, দেশ অথবা আয়ুগত ভেদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেন না। এমনই ছিল তাঁহার সাধুদের প্রতি উদারতা। তিনি সাধুদর্শন করিতে গিয়া কখনও বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসেন নাই। কিছু না কিছু আধ্যাত্মিক পথের পাথেয় তিনি সংগ্রহ করিয়া ফিরিয়াছেন। সাধুদর্শনের জন্য তিনি সর্বত্র গমন করিতেন, নিজের পদমর্যাদার দিকে লক্ষ্য রাখিতেন না। এ বিষয়ে তিনি অত্যধিক অমায়িক ছিলেন, কোন সভাসমিতিতে তিনি কখনও যোগদান করেন নাই এবং সর্বসাধারণের সম্মুখে কখনও বক্তৃতা বা ভাষণ প্রদান করিতেন না। একবার দেশমান্য পণ্ডিত শ্রীমদনমোহন মালব্য শ্রীকবিরাজ মহাশয়কে দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি তোমাকে নিমন্ত্রণ করি কিন্তু তুমি কখনও আমার বিশ্ব-বিদ্যালয়ে আস না।" তিনি পাঁচ পাঁচটা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি. লিট. উপাধি পাইয়াছেন এবং কতই সুবর্ণ পদক ও পুরস্কার বিভিন্ন সংস্থা হইতে তাঁহাকে দিয়াছে কিন্তু তিনি কখনও ঐসব গ্রহণ করিতে কোন সমাবর্তন সভায় গমন করেন নাই। এবিষয়ে তিনি চিরকালই ছিলেন অত্যন্ত উদাসীন।

সকাল সন্ধ্যায় দুইবার নিয়মিতভাবে যথাসময়ে তিনি সাধনায় বসিতেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু মহানিশায় দীর্ঘকাল যোগসাধনাই ছিল তাঁহার প্রতি বিশেষ গুরুদত্ত নির্দেশ। এই মহানিশার ক্রিয়া বা সাধনা স্বামী শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংসজী তাঁহার সকল শিষ্যকে প্রদান করিতেন না। যাঁহারা বিশেষ অধিকারী এবং সাধনায় উন্নত, তাঁহাদেরই কেবল দিতেন। কবিরাজ মহাশয়ের উপর তাঁহার অসীম কৃপা ছিল। গুরুকৃপায় তিনি যে সব সময় অন্তর্মুখী ভাবে মগ্ন থাকিতেন ইহা কাহারও দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিত না। বর্তমান সময়ে এই তন্ময়তা ভাবটি যে তাঁহার মধ্যে অধিক গভীর হইয়া উঠিয়াছে ইহা অনেকেই লক্ষ্য করিতেছেন। কোন বিশেষ কাজের জন্য তাঁহাকে বারবার ডাকিয়াও অনেক সময় সাড়া পাওয়া যায় না। এমনই গাঢ় চিন্তায় তিনি নিমগ্ন হইয়া থাকেন।

তিনি সাধনায় কতদূর অগ্রসর হইয়াছেন তাহা বিচার করিবার শক্তি আমাদের মত ক্ষুদ্র জীবের নাই। তাঁহার বাহ্যিক স্থিতি দেখিয়া মনে হয় তিনি জগতের সুখ-দুঃখের বহু উর্দ্ধে উঠিয়া গিয়াছেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র জিতেন্দ্রনাথের (মাখনের) মৃত্যুতে আমরা তাঁহাকে ক্ষণকালের জন্যও শোক করিতে দেখি নাই। যেমন নিত্য জিজ্ঞাসুদের সহিত তত্ত্বালোচনা করিতেন সেই দিনও মৃত পুত্রকে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর শ্মশানে লইয়া যাইবার পর সেইরূপ ভগবৎ প্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন। এইরূপ আচরণ মহাপুরুষ ব্যতীত কি সাধারণ লোকের পক্ষে সম্ভব? এই দুর্ঘটনার সংবাদ পাইয়া যাঁহারা তাঁহাকে সান্ত্বনা ও সমবেদনা জানাইতে আসিয়াছিলেন তাঁহারা তাঁহার এই উদাসীন বা অনাসক্ত ভাব দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। ইহার দুই মাস পর বিধবা পুত্রবধূ একটি পুত্র ও দুই কন্যা রাখিয়া মৃত পতির অনুগমন করেন। ইহাতেও মহাপুরুষের সমতার মধ্যে কোন প্রকার ব্যতিক্রম দেখা যায় নাই। এইরূপ অবস্থাকেই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে।

যাঁহার হৃদয় দুঃখপ্রাপ্তি হইলেও উদ্বিগ্ন হয় না এবং সুখলব্ধ হইলেও যাঁহার স্পৃহা বা অভিলাষ বাড়িতে থাকে না, যাঁহার রাগ (আসক্তি), ভয় ও ক্রোধ অপগত হইয়াছে সেই স্থিতধী অর্থাৎ স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তিকে মুনি কহে। উপরোক্ত গুণসকল আমরা কবিরাজ মহাশয়ের জীবনে অক্ষরে অক্ষরে দেখিতে পাই। পুত্রবিয়োগ, স্ত্রীর অভাব, কন্যার বৈধব্য ইত্যাদি শোকে সাধারণ মানব মুহ্যমান বা অতিশয় বিহ্বল হইয়া পড়ে। কবিরাজ মহাশয়ের জীবনে এই তিনটি ভয়ংকর শোক সংঘটিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁহাকে কখনও শোকসংবিগ্ন-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মানস হইতে কেহ দেখে নাই, এমনই তিনি পরম জ্ঞানীর যথার্থ অবস্থা লাভ করিয়া শোকমোহের কবল হইতে মুক্ত হইয়া গিয়াছেন।

জ্ঞানের দিকটা যেমন তাঁহার জীবনে পরিস্ফুট হইয়াছে, যোগজ শক্তিরও প্রকাশ যুগপৎ তাঁহাতে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। সিগরার বাড়ীতে থাকাকালীন যখন তিনি বিকালে কলেজ ফেরতা নিজের ঘরে আসিয়া একখানা আরাম কেদারায় কোট খুলিয়া হাতলের উপর দুইখানি হাত রাখিয়া কিছুক্ষণ আরামে বসিয়া থাকিতেন সেই সময় তাঁহার কামরার উত্তর দিকের জানালার ফাঁক দিয়া একটি গেরুয়া রংয়ের পায়রা তাঁহার দক্ষিণ হস্তের উপর আসিয়া বসিত। তিনি উহার দিকে অল্প সময় একদৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিবার পর কবুতর ধীরে ধীরে জানালার ফাঁক দিয়া উড়িয়া চলিয়া যাইত। এমন নয় যে তিনি প্রত্যহ ঐ সময় কপোতটিকে কিছু খাইতে দিতেন যাহার লোভে উহা আসিত। মহর্ষি শ্রীপতঞ্জলির যোগদর্শনের সাধনপাদে একটি সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে "অহিংসা প্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ।" যে সাধকের বা যোগীর অহিংসা বৃত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাঁহার সান্নিধ্যে সকল প্রাণীর হিংসা বৃত্তি দূরীভূত হয়, তিনি সত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত হইবার দরুণ তাঁহার নিকট রজ ও তমোগুণের কার্য হিংসাবৃত্তি প্রশমিত হয়। যাহার মধ্যে হিংসা বৃত্তি থাকে না তাহাকে দেখিয়া কেহ ভয় পায় না। আমরা পুরাণাদিতে দেখিতে পাই ঋষিদের তপোবনে হরিণ-ব্যাঘ্র, অহি-নকুল, গজ-সিংহ একসঙ্গে বাস করিত। ইহাদের মধ্যে স্বভাবতঃ পরস্পর বৈরভাব থাকা সত্ত্বেও ঋষিরা অহিংসায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন বলিয়া তাঁহাদের সান্নিধ্যে বা উপস্থিতিতে একে অপরকে হিংসা বা আক্রমণ করিত না। সাধারণতঃ দেখা যায় পাখী মানুষকে দেখিয়া ভয়ে উড়িয়া যায়, কবিরাজ মহাশয়কে দেখিয়া কপোত উড়িয়া যাওয়া তো দূরের কথা, স্বেচ্ছায় তাঁহার হাতের উপর আসিয়া বসিত এবং উহা যাহার জন্য আসিত তাহা পাইয়া আপন গন্তব্য স্থানে চলিয়া যাইত। ইহাদ্বারা কি প্রমাণ হয় না যে তিনি অহিংসা বৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ?

যাঁহারা পূর্বে শ্রীযুক্ত কবিরাজ মহাশয়ের সহিত একটু অন্তরঙ্গ ভাবে মেলামেশা করিতেন তাঁহারা নিশ্চয়ই দেখিয়া থাকিবেন তাঁহার শরীরে একটা তড়িৎ শক্তি উৎপন্ন হইত। একটি তামার পয়সা বিছানার উপর রাখিয়া তিনি নিজের দক্ষিণ হস্তের তর্জনী (অঙ্গুষ্ঠের পাশের আঙ্গুল) একটু বিছানার চাদরের উপর ঘষিয়া পয়সাটির তিন চারি ইঞ্চি উপরে ধরিলেই পয়সাটি লাফাইয়া তাঁহার আঙ্গুলের সহিত লাগিয়া থাকিত। চুম্বক যেমন লৌহ আকর্ষণ করে তেমনি তামা তিনি আকর্ষণ করিতেন। তাঁহার দেহে তড়িৎ শক্তি এতটা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিমাণ সর্বদা বর্তমান থাকিত যাহার জন্য তাম্রখণ্ড তাঁহার অঙ্গুলীতে গিয়া আটকাইয়া থাকিত। ইহা তাঁহার গুরুদত্ত যোগক্রিয়ার ফল বলিয়াই মনে হয়।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের অসাধারণ স্মরণ শক্তির কথা উঠিলে কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ফুসফুস ও হৃদ্‌যন্ত্রের বিশেষজ্ঞ ডাক্তার রামচন্দ্র অধিকারী মহাশয় একটি ঘটনা বলিলেন। তিনি কবিরাজ মহাশয়ের নিকট প্রত্যভিজ্ঞা হৃদয় (শৈবদর্শনের উপর একখানা অতিপ্রসিদ্ধ ও কঠিন গ্রন্থ) পড়িতেন। একদিন কথায় কথায় তিনি কবিরাজ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ন্যায়দর্শনের কোথায়ও কি ঈশ্বর স্বীকার করা হইয়াছে?" তিনি প্রশ্নের সাথে সাথে উত্তর দিলেন, "ন্যায়কুসুমাঞ্জলির ১৭২ পৃষ্ঠায় দেখিবেন সেখানে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা সত্তা স্বীকার করা হইয়াছে।" অনুমান প্রায় ৬০ বৎসর পূর্বে তিনি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতপ্রবর বামাচরণ ন্যায়াচার্য মহাশয়ের নিকট এই গ্রন্থ পড়িয়াছিলেন। তাঁহার এমনই প্রখর স্মৃতিশক্তি যে ন্যায়শাস্ত্রের কোন গ্রন্থে কত পৃষ্ঠায় জিজ্ঞাস্য বিষয়টির বর্ণনা আছে তাহা তিনি প্রশ্নের সাথে সাথে বলিয়া দিলেন। আজকাল কাহারও এজাতীয় স্মরণ শক্তির কথা বড় শোনা যায় না, এতদিন পরও যে তাঁহার পাতা পর্যন্ত মনে আছে, ইহা যোগজ শক্তির দ্বারাই বলা সম্ভব, কেবল মেধা দ্বারা বলা যায় না।

মহামহোপাধ্যায় মনীষী শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের আধ্যাত্মিক জীবনের একটি বিশেষ চিন্তার ধারা হইল তাঁহার অখণ্ড মহাযোগ। ইহার স্বরূপ কি এবং ইহা কি সাধন দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই সব অত্যন্ত গুহ্য রহস্য এবং ইহা সর্বসাধারণের নিকট প্রকাশের যোগ্যও নহে। কিন্তু এই যোগ-সিদ্ধ হইলে ইহার ফল সকলেই পাইবে। এই বিষয়টি তিনি তাঁহার অখণ্ড মহাযোগ নামক পুস্তকে দিগ্‌দর্শন মাত্র করাইয়াছেন। এই বিষয়টি লইয়া আংশিকভাবে কেহ কেহ আলোচনা করিলেও বিশ্বের সিদ্ধ মহাপুরুষগণ এবং গুরুসম্প্রদায় ইহাকে এ পর্যন্ত গুপ্তই রাখিয়াছেন। বর্তমান যুগেও ফরিদ-পুরের প্রভু শ্রীজগদ্বন্ধু, যোগী শ্রীরামঠাকুর মহাশয়, শ্রীঅরবিন্দ, শ্রীমেহের বাবা প্রভৃতি বিশ্ববরেণ্য মনীষীবৃন্দ কোনও না কোনরূপে ইহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। যোগীবর শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টি অনুসারে ইহাকে অতিমানস অবতরণ বলা হইয়া থাকে। ইহাও সেই মহাযোগের আংশিক বিবরণ ছাড়া আর কিছুই নহে। ইহার অন্তর্গত সকল প্রকার যোগই আসিয়া যায় যথা শিবের সহিত শক্তির যোগ, আত্মার সহিত পরমাত্মার যোগ, মহাশক্তির সহিত আত্মার যোগ, লোক লোকান্তরের পরস্পর যোগ, লোকের সহিত লোকাতীতের যোগ ইত্যাদি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইত্যাদি। এই অখণ্ড মহাযোগ যখন পূর্ণসত্তারূপে নিষ্পন্ন হইবে তখন আর জগতে কিছুরই অভাব থাকিবে না। এই মহাযোগের দ্বারা সকলের সর্বদার জন্য এবং সর্বপ্রকারের অভাব ও দুঃখ চিরকালের জন্য বিনাশ হইয়া যাইবে। পারসী ধর্মের প্রবর্তক মহামনীষী শ্রীজরথুস্ত্র অনুমান ১০,০০০ বৎসর পূর্বে বলিয়া গিয়াছেন, এমন একদিন আসিবে যখন জগতে জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, অভাব ও দুঃখ বলিয়া কিছু থাকিবে না (vide Iran and its Culture by Davar)। পৃথিবীতে নিত্য স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। পূর্বে কোন সময়েই এইরূপ সুখ-শান্তি-পূর্ণ সংসার ছিল না। সেই শুভদিনের আর বেশী দেরী নাই, ইহাই মহামানব শ্রীকবিরাজ মহাশয়ের ব্যক্তিগত ধারণা। এই অখণ্ড মহাযোগের তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে দুইটি বিষয়ের পূর্ণতম অপেক্ষা আছে। একটি হইল মানবের দিক হইতে পূর্ণতম প্রযত্ন বা পুরুষাকার এবং অপরটি হইল ভগবানের বা পরমাত্মার দিক হইতে তাঁহার পূর্ণ মহাকরুণা বা অনুগ্রহ। প্রথমটির হইল নিম্ন হইতে ঊর্ধ্বগতি এবং দ্বিতীয়টির হইল উপর হইতে নীচে অবতরণ বা অবরোহণ। এই দুইয়ের মিলন যে মুহূর্তে পূর্ণভাবে হইবে তখনই ইহার ফল সকলের নিকট প্রত্যক্ষ হইবে। ইহার প্রস্তুতির জন্য আবশ্যক মানবকে সদা এই শুভক্ষণের জন্য চাতকপাখী যেমন স্বাতী নক্ষত্রের বর্ষার জন্য উন্মুখ হইয়া থাকে তেমনি উন্মুখ হইয়া থাকা। শ্রীভগবান্ তো সদাই জীবকে আনন্দে রাখিতে চাহেন কিন্তু জীব বিষয়বাসনারূপ তুচ্ছ আনন্দ প্রিয় মনে করিয়া শ্রেয় যে স্বরূপানন্দ তাহা হইতে দূরে সরিয়া আছে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে মহামনীষীর শ্রীমুখকমল হইতে প্রকাশ অখণ্ড মহাযোগের যে মূল উদ্দেশ্য, যাহার জন্য সারাবিশ্বের যোগীসমাজ এতদিন পর্যন্ত সাধনা করিয়া আসিতেছেন, তাহা সূক্ষ্মে অবতরণ করিয়াছে। উহার স্থূল প্রকাশে কতগুলি অন্তরায় বা obstacles উপস্থিত, যাহার জন্য উহা সকলের অনুভবে আসিতে পারিতেছে না। সেই প্রতিবন্ধকসকল অপসারিত না হওয়া পর্যন্ত উহার ঊর্ধ্বলোক হইতে নিম্নে অবরোহণ সম্ভব নহে। সেই-সব বাধা দূর করিবার মানসে যোগীগণ আজ প্রযত্নশীল, যে কোন মুহূর্তে উহা প্রকাশ হইতে পারে। তজ্জন্য এখন সদা উন্মুখতার সহিত প্রতীক্ষার প্রয়োজন এবং বিশ্বনিয়ন্ত্রীর নিকট আবশ্যক আকুল প্রার্থনা।

আপাতদৃষ্টিতে কখন কখন শাস্ত্রবাক্যের মধ্যে বিরোধ দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু কবিরাজ মহাশয় এই অনেকের মধ্যে এমন একটা সমন্বয় করেন যাহা কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। এমনই তাঁহার উদার এবং অভ্রান্ত জ্ঞানদৃষ্টি। এই প্রকার প্রশস্ত দৃষ্টিভঙ্গি হইবার কারণ তিনি সকল প্রকার মতের উপযোগিতা

২(ক)

SHREE SHREE ANANDAMAYEE SANGHA
SHADAINI, VARANASI, U. P.
CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বীকার করিয়া থাকেন। সকল মতই আপন আপন স্থানে সত্য প্রতীত হয়। বর্তমান জগতে এই দৃষ্টির অভাবে জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে সংঘর্ষ ও বিরোধের স্ফুরণ হইতে দেখা যাইতেছে। যেমন জ্ঞানের ক্ষেত্রে, তেমনি কর্মের ক্ষেত্রেও। সাত্ত্বিক জ্ঞানদৃষ্টি না খুলিলে এই বিরোধ মেটে না বা সমন্বয় করাও যায় না।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতপ্রবর শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের লোকোত্তর প্রতিভা, সাধনপুষ্ট পাণ্ডিত্য এবং সাহিত্য সেবার স্বীকৃতি স্বরূপ কেন্দ্রীয় ভারতসরকার, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, উত্তর প্রদেশ সরকার এবং বহু গণ্য-মান্য সাহিত্য প্রতিষ্ঠানাদি বিভিন্ন সময়ে তাঁহাকে যেসব সম্মানিত পদ, পুরস্কার ও উপাধি প্রদান করিয়া নিজেদের গৌরবান্বিত করিয়াছেন তাহার একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—

১। মহামহোপাধ্যায় — ভারত সরকার, ১৯৩৭
২। করোনেশন সুবর্ণপদক — ভারত সরকার, ১৯৩৭
৩। ডি. লিট. — এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৭
৪। ডি. লিট. — কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৬
৫। সার্টিফিকেট অফ অনার — রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, ১৯৫৯
৬। ফেলোশিপ — বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৪
৭। পদ্মবিভূষণ — ভারত সরকার, ১৯৬৪
৮। ফেলোশিপ — রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি, বেঙ্গল, কলিকাতা, ১৯৬৪
৯। মাননীয় সদস্য — লোনাবালা হইতে প্রকাশিত যোগমীমাংসা পত্রিকা
১০। সাহিত্যিক পুরস্কার — সাহিত্য আকাদেমী, ভারত সরকার, ১৯৬৫
১১। ডি. লিট. — কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৫
১২। সাহিত্য-বাচস্পতি — হিন্দী সাহিত্য সম্মেলন, প্রয়াগ, ১৯৬৫
১৩। অধ্যক্ষ — গঙ্গানাথ ঝা ইন্‌স্টীটুট, প্রয়াগ ১৯৬৫
১৪। সর্বতন্ত্র সার্বভৌম — রাজকীয় সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা, ১৯৬৭
১৫। জগত্তারিণী সুবর্ণপদক — কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৯
১৬। ডি. লিট. — দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৪
১৭। ডি. লিট. — নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৫
১৮। রাজ্য সাহিত্যিক পুরস্কার — ১০,০০০টাকা (দশ হাজার টাকা)— উত্তর-প্রদেশ সরকার—১৯৭৫।
১৯। বাচস্পতি — বারাণসীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৬
২০। মহর্ষি — মদনমোহন মালব্য শিক্ষা সংস্থা, উত্তরপ্রদেশ, ১৯৭৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরম পূজনীয়া শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী তাঁহার পতি শ্রীরমনীমোহন চক্রবর্তী ও ভক্তগণ সমভিব্যাহারে ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে কাশী আগমন করেন এবং রামাপুরায় শ্রীকুঞ্জমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে উঠেন। কুঞ্জবাবুর বড় ভাই রিটায়ার্ড সিভিল সার্জন ডাঃ শশাঙ্কমোহন মুখোপাধ্যায় মায়ের একজন বিশিষ্ট ও অনুগত ভক্ত। তিনিই তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুঞ্জবাবুর বাড়ীতে মায়ের বসবাসের ব্যবস্থা করিয়াছেন। শ্রীশ্রীমায়ের কাশী আগমনের সংবাদ পাইয়া শহরের নরনারী তাঁহার দর্শনের জন্য প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যায় সর্ব সময় কুঞ্জবাবুর বাড়ী যাইত। সেই সময় গৌহাটির কটন কলেজের অবসরপ্রাপ্ত প্রসিদ্ধ অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ, এম. এ. মহাশয় প্রায় প্রত্যহই শ্রীকবিরাজ মহাশয়ের বাড়ী পুস্তক আনিতে যাইতেন। তিনি ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক হইয়াও কিন্তু গবেষণা করিতেন ভারতীয় প্রাচীন ইতিহাসের উপর, বিশেষ রুচি ছিল তাঁহার শিলালেখাদিতে। তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হইল "কামরূপ শাসনাবলী" বা Inscription of Assam. তিনি ছিলেন একজন প্রাচীন আদর্শের চরমপন্থী সনাতনধর্মী শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। তাঁহার লোকচরিত্র বিচারের মানদণ্ড এত উচ্চ ছিল যে কেহই তাঁহার আন্তরিক প্রশংসার যোগ্য ছিল না। তাঁহার মুখে কাহারও প্রশংসা বা সুখ্যাতি বড় শোনা যাইত না। একদিন তিনি কবিরাজ মহাশয়ের বাড়ী যাইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "কাশীতে একজন মা আসিয়াছেন। তিনি রামপুরায় শ্রীকুঞ্জমোহন মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে আছেন। সঙ্গে তাঁহার স্বামীও আসিয়াছেন। তিনি অধিক সময় সমাধিতে থাকেন। তাঁহার খুব উচ্চাবস্থা বলিয়া মনে হয়। আপনি তাঁহাকে দর্শন করিবেন।" শ্রীবিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের মুখে মায়ের প্রশংসা কবিরাজ মহাশয়ের মনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিল। কারণ যিনি কখনও কাহারও সুখ্যাতি করেন না, তাঁহার মুখে যখন এই মাতাজীর এত প্রশংসা তাহা হইলে ইহার মধ্যে নিশ্চয়ই এমন কিছু তিনি দেখিয়াছেন যাহা অতিশয় বিরল।

শ্রীযুক্ত কবিরাজ মহাশয় মাকে দর্শন করিতে গিয়া শুনিলেন তিনি সমাধিস্থ অবস্থায় অনেকক্ষণ যাবৎ আছেন, কখন যে তাঁহার সমাধি ভঙ্গ হইবে তাহা কেহ বলিতে পারে না। এই কথা শুনিয়া প্রথম দিন তিনি মাকে দর্শন না করিয়াই ফিরিয়া আসেন। পরের দিন তিনি মাতৃদর্শনের একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা নিয়া গিয়া দেখেন তিনি সভায় বসিয়া ভারতধর্ম মহামণ্ডলের স্বামী শ্রীদয়ানন্দজীর সঙ্গে ধর্ম বিষয় লইয়া আলাপ আলোচনা করিতেছেন। স্বামীজীর বিশ্বাস স্বয়ং দেবী ভগবতী জগৎ কল্যাণের জন্য এই শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীরূপে অবতীর্ণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়াছেন। বিভিন্ন ব্যক্তি আপন আপন বিচারবুদ্ধির অনুযায়ী মাকে বিভিন্ন-ভাবে দেখিতেন। কেহ বলিতেন মা সাক্ষাৎ শ্রীশ্রীকালী, কেহ কেহ বলিতেন দশ মহাবিদ্যার সঙ্গে তাঁহার বিশেষ সম্বন্ধ আছে কারণ তাঁহার শরীরে নানাবিধ মহাবিদ্যার দর্শন কেহ কেহ পাইয়াছেন। কেহ বলিতেন মহামুনি শ্রীশুকদেবই স্বয়ং আনন্দময়ী মা হইয়া আসিয়াছেন কারণ একাধারে ত্যাগ, বৈরাগ্য ও জ্ঞানের সমাবেশ এইরূপ বড় দৃষ্টিগোচর হয় না। কবিরাজ মহাশয় শ্রীশ্রীমাকে জগদম্বা রূপেই দেখেন এবং মা যে তাঁহার নানা প্রকারে কল্যাণ করিতেছেন ইহা তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিয়া থাকেন। মায়ের স্নেহ যে তাঁহার উপর কত তাহা তিনি ভাষায় প্রকাশ করিতে পারেন না। মায়ের প্রতি তাঁহার শরণাগতির ভাবটিও বিশেষ করিয়া লক্ষিত হয়। কবিরাজ মহাশয়ের বিশেষ চেষ্টাতেই ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে স্বামী শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস বাবার মালদহিয়ার আশ্রম বিশুদ্ধ কাননে শ্রীশ্রীমায়ের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। স্বামীজী অত্যন্ত আদরের সহিত মায়ের যথোচিত সৎকার করিয়াছিলেন। মায়ের সঙ্গে তাঁহার পতিদেবতা শ্রীভোলানাথ (রমণীমোহন) এবং ভক্ত সন্তান জ্যোতিষচন্দ্র রায় মহাশয় (ভাইজী) ছিলেন। মা বাবার নিকট যাইয়াই বলিলেন, "বাবা! তোমার ছোট্ট মেয়েটা পিতার কাছে আসিয়াছে।" পক্ষান্তরে স্বামীজীও মাকে বলিলেন, "হাঁ বেটি। ঘরের ভিতর এসে বসো।" মার জন্য বাবার সম্মুখে আসন পাতা ছিল, কিন্তু মা আসনে না বসিয়া মাটিতেই বসিয়া পড়িলেন। বাবা ভোলানাথ (মায়ের স্বামী) আসনে বসিলেন। মা ভাইজীকে বলিলেন, "তোর না বাবাজীর সূর্য-বিজ্ঞান সম্বন্ধে জানিবার খুব ইচ্ছা ছিল? এখন তোর যা ইচ্ছা বাবাকে প্রশ্ন কর্। যা দেখিতে চাস্ বাবাকে বল্, বাবা সব দেখাবেন।" স্বামীজী এই কথার উত্তরে বলিলেন. "সূর্যবিজ্ঞান যোগের কোন বিভূতি নহে। যাহারা সূর্য-বিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু জানে না, তাহাদের বিশ্বাস ইহাও একপ্রকার যোগ-বিভূতি কিন্তু বাস্তবপক্ষে ইহার সহিত যোগের কোন সম্বন্ধ নাই। সূর্য-বিজ্ঞান দ্বারা সৃষ্টি হইয়া থাকে। যোগ এবং ইচ্ছাশক্তি দ্বারাও সৃষ্টি হয় অর্থাৎ বাহ্য জগতের যে কোন পদার্থ এই দুইয়ের দ্বারা নির্মাণ হইতে পারে। তথাপি এই দুইয়ের মধ্যে ভেদ আছে। সূর্যবিজ্ঞানে সূর্যের রশ্মি অবগত হইয়া বিভিন্ন রশ্মির মিশ্রণের সাহায্যে সৃষ্টি করিতে হয়। সূর্যের এক নাম সবিতা অর্থাৎ যিনি প্রসব বা নির্মাণ করেন। এই বিশ্বের সৃজন বা আবির্ভাব সূর্য হইতেই হইয়াছে। সূর্য হইতেই জগতের সৃষ্টি, পালন ও সংহার সব কিছু হইতেছে। সূর্যবিজ্ঞানবিদ্ এই রহস্য আয়ত্ত করিয়া নানাবিধ রশ্মির সংমিশ্রণ হইতে ইচ্ছানুসারে নানাপ্রকার বস্তু সৃজন করিতে পারেন। ইহাদ্বারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

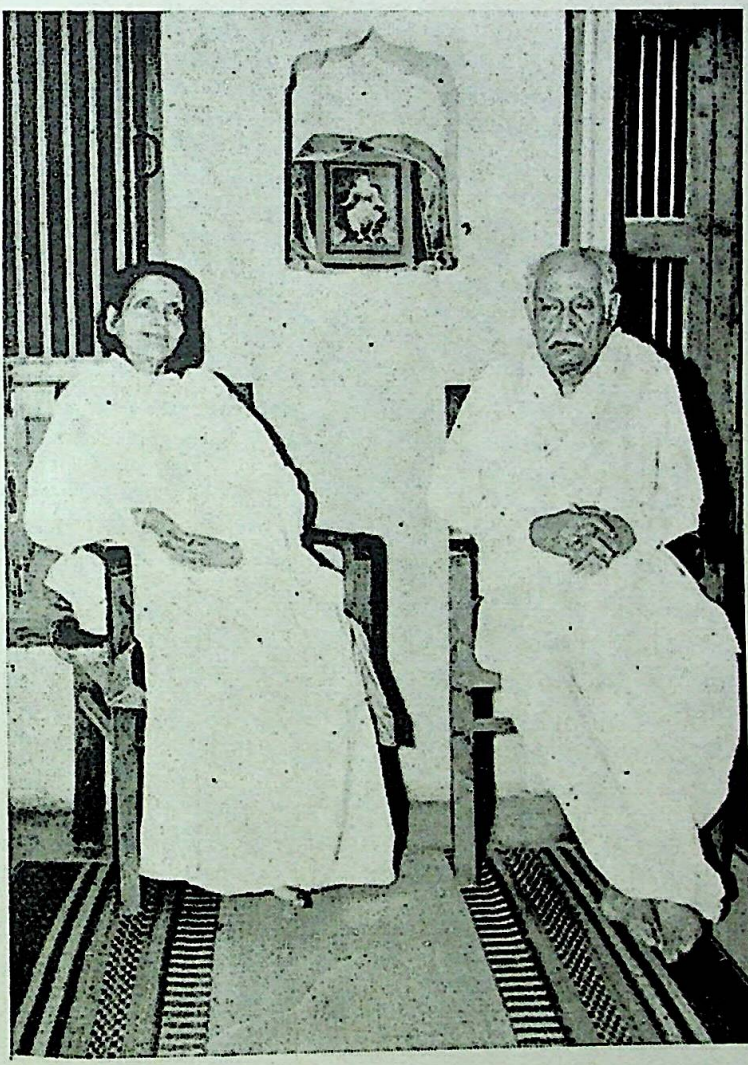

মাতৃসান্নিধ্যে মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ
(শ্রীশ্রীমাতা আনন্দময়ী আশ্রম, কন্যাপীঠ, বারাণসী, অক্টোবর, ১৯৬৯)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যোগীর আত্মিক শক্তির উপর কোন প্রভাব পড়ে না। কিন্তু যদি ইচ্ছাশক্তিদ্বারা সৃষ্টি করিতে হয়, তাহা হইলে সৃষ্টির উপাদান বাহির হইতে গ্রহণ করিতে হয় না, আত্মস্বরূপ হইতেই লইতে হয়। সূর্যবিজ্ঞানে সৃষ্টির উপাদান সূর্য-রশ্মি হইতে লইতে হয়। এইরূপ চন্দ্রবিজ্ঞানে চন্দ্র হইতে, বায়ুবিজ্ঞানে বায়ু হইতে, শব্দবিজ্ঞানে শব্দ হইতে উপাদান গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু ইচ্ছাশক্তি হইতে যে সৃষ্টি হয়, উহাতে উপাদান কারণও আত্মা এবং নিমিত্ত কারণও আত্মা। এইজন্য যোগ বা ইচ্ছাশক্তি হইতে সৃষ্টি করা বিশেষরূপে নিষিদ্ধ আছে, কারণ উহাতে আত্মার ক্ষতি হয়। যদ্যপি উহার ক্ষতিপূর্ণ হইতে পারে তথাপি যোগীর ইষ্টসিদ্ধিতে ইহা বাধা উৎপন্ন করে। কিন্তু সূর্যবিজ্ঞান হইতে কোন বস্তু নির্মাণে কোন প্রকার আত্মিক হানি হইবার আশঙ্কা বা সম্ভাবনা নাই।

এই সব কথা বলিয়া বাবা তাঁহার 'জ্ঞানগঞ্জ' হইতে আনীত লেন্স দ্বারা সূর্যরশ্মি নির্গমিত করিয়া ঐ রশ্মির মিশ্রণের সাহায্যে প্রথম নানাবিধ গন্ধ দেখাইলেন। তাহার পর বিভিন্ন প্রকারের পুষ্প নির্মাণ করিলেন এবং কর্পূর ও কেসর উৎপন্ন করিয়া উপস্থিত সকলকে চমৎকৃত করিয়া দিলেন। সর্বশেষে একটা পাতাবাহারের গাছ হইতে কয়েকটা পাতা নিয়া পিষিয়া একটি বটিকা তৈয়ার করিলেন। উহা একস্থানে রাখিয়া উহার উপর লেন্স দ্বারা সূর্যকিরণ ফেলিতে লাগিলেন। সকলের সম্মুখে দেখিতে দেখিতে দুই এক মিনিটের মধ্যে উহা একটি কাঁচের গুটিকায় পরিণত হইয়া গেল। এই সব ভৌতিক রচনা দেখিয়া মা বলিলেন, "বাবা! এই সব তো প্রকৃতির খেলা, অতএব ইহাও এক প্রকার মায়ারই চমৎকার"! ইহার উত্তরে বাবা বলিলেন, "হাঁ, ইহা মায়াই, সমস্ত বিশ্বসৃষ্টিই তো মায়াবীর মায়া। ইহাতে আর সন্দেহ কি?" আবার মা বলিলেন, "মায়ার এক ধাক্কায় সকলে মোহিত হইয়া আছে। আবার মায়ার উপর মায়া কেন দেখাইতেছ বাবা। মায়া সরাইয়া লও।" কবিরাজ মহাশয়ের দিকে চাহিয়া মা বলিলেন, "বাবাকে ধরো। বাবার কাছে পরম বস্তু আছে। ইনি ঢাকনার উপর ঢাকনা দিয়া সব আবরণ করিয়া রাখিয়াছেন। বাবা, আর ঢাকিয়া রাখিও না। সব আবরণ সরাইয়া লও। পরম বস্তু খুলিয়া সকলকে দান কর"। ইহার উত্তরে বাবা বলিলেন, "বেটি, আমি তো দেবার জন্যই আসিয়াছি। দেবার জন্য প্রস্তুত, হাত বাড়াইয়াই আছি, কিন্তু নেয় কে?" এই কথা বলিয়া বাবা হাসিতে লাগিলেন। আরও অনেক কথাবার্তা হইল। স্বামীজী বলিলেন, "সকলকে জলখাবার দেও।" মাকে বলিলেন, "বেটি, বাপের বাড়ী আসিয়াছ, কিছু খাইতে হইবে।" উত্তরে মা বলিলেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"বাবা, এরা এই শরীরটাকে (নিজেকে লক্ষ্য করিয়া) খাওয়াইয়া আনিয়াছে।" মায়ের মুখে এই কথা শুনিয়া স্বামীজী মনে করিলেন মায়ের বুঝি খাইবার ইচ্ছা নাই। পুনরায় তিনি বলিলেন "বেটি! তবে তুমি কিছু খাইবে না?" মা উত্তরে বলিলেন, "কেন খাইব না? ছোট ছেলেমেয়েরা তো বার বার খায়। তবে তোমার এই মেয়েটার একটা অভ্যাস সে নিজের হাতে খায় না। ছোট্ট মেয়েটা কিনা! তাই তাহাকে খাওয়াইয়া দিতে হয়।" এইসব কথাবার্তার পর একখানা রেকাবিতে কিছু ফল ও মিষ্টি লইয়া বাবা মায়ের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। সাথে সাথে মাও উঠিয়া দাঁড়াইলেন। স্বামীজীর ইচ্ছা ছিল মায়ের মুখে মিষ্টি দেন, কিন্তু তিনি মিষ্টি হাতে লইবার পূর্বেই মা মিষ্টি লইয়া বাবার মুখে দিলেন। বাবা ফল নিয়া মায়ের মুখে দিলেন। কে আগে দিলেন, আর কে পরে, ইহা বলা কঠিন। একজন আর একজনের মুখে এক সাথেই দিলেন। এই কৌতুক দেখিয়া উপস্থিত সকলে আনন্দে হাসিয়া উঠিল। সকলের খাওয়ার পর মা বলিলেন, "বাবা তোমার এই ছোট্ট মেয়েটা এখন চললো।" সঙ্গে সঙ্গে বাবা অতিশয় ভাবাবেগে বলিয়া উঠিলেন, "বেটি! যাচ্ছিস, কিন্তু এই বুড়ো বাপকে ভুলিস না।"

যোগিরাজ বিশুদ্ধানন্দ মহারাজের লৌকিক লীলা সম্বরণের পর একদিন কবিরাজ মহাশয়ের বাড়ীর বাহিরের রোয়াকের উপর ছোট মা কবিরাজ মহাশয়ের হাত ধরিয়া শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর হাতে সমর্পণ করিয়া বলিলেন, "গোপীকে তোমার হাতে দিলাম।"

১৯৬১ খৃষ্টাব্দে যখন কবিরাজ মহাশয় ভীষণ দুরারোগ্য কর্কট রোগে আক্রান্ত হন তখন মা আনন্দময়ীই তাঁহাকে দিল্লী নিয়া ডাক্তার সন্তোষ সেনকে দিয়া পরীক্ষা করান এবং বম্বে লইয়া গিয়া সেখানকার প্রসিদ্ধ ক্যান্সার-বিশেষজ্ঞ ডাঃ বর্জিসদ্বারা অপারেশন করাইয়া তাঁহাকে ভাল করেন। এই অপারেশন ও চিকিৎসায় বহু অর্থ ব্যয় হইয়াছিল। পরম স্নেহময়ী শ্রীশ্রী মায়ের অগাধ স্নেহ ও করুণা কবিরাজ মহাশয়ের উপর অজস্র ধারায় প্রথম দর্শন হইতেই আজ পর্যন্ত সমানভাবে বর্ষিত হইতেছে তাহাতে বিন্দুমাত্রও সংশয় নাই। কিন্তু এই অতিশয় কষ্টদায়ক দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে আরোগ্য হইবার পর হইতে তিনি সর্বতোভাবে মায়ের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িলেন। তাঁহার গুরুদেব শ্রীবিশুদ্ধানন্দ স্বামীজীর দেহরক্ষার পর তিনি শিশুর মতন সরল ও নিঃসঙ্কোচে শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া নিজেকে তাঁহার হাতের একটি ক্রীড়নক মাত্র মনে করেন। মাকে নিবেদন করিবার জন্য তিনি ১৯৬৭তে লিখিতেছেন "বহু বৎসরের মধ্যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবারই মার নিকট যাইতে পারিলাম না। মাকে আমার শতকোটী প্রণাম নিবেদন করিয়া বলিবেন—আমি যেন মাকে নিকটেই পাই। আমি যাইতে পারিলাম না বলিয়া মা যেন আমাকে স্নেহদৃষ্টি হইতে চ্যুত না করেন। আমি সর্বদা তাঁর চরণেই অবস্থিত।" আর এক পত্রে তিনি বম্বে হইতে লিখিতেছেন, "ছোট ছেলে মায়ের কোলে থাকিয়াও তো কাঁদে, মণি মুক্তা দিলে সে ভ্রুক্ষেপ করে না। কিন্তু মায়ের প্রসন্ন মুখ দেখিতে পাইলে সে শান্ত হয়। কিন্তু মায়ের প্রসন্ন মুখ কখন সে দেখিতে পাইবে তাহা কি সে জানে ?" এতবড় জগৎপ্রসিদ্ধ মহাপণ্ডিত ও সাধকের পক্ষে এমন অহংকারশূন্য ও নিজেকে নিরাশ্রয় মনে করা কতখানি উচ্চাবস্থার পরিণাম, ইহা সাধারণ লোকে ধারণাও করিতে পারে না। ১৯৬৯ খৃষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল তাঁহার সহধর্মিণী পরমভাগ্যবতী কুসুমকামিনী দেবী তাঁহার পতিদেবতার সম্মুখে কাশী লাভ করেন। এই ঘটনার পর কবিরাজ মহাশয়ের সেবার ত্রুটি হইবে আশংকা করিয়া সিগরার বাড়ী হইতে তাঁহাকে ২০শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৯ খৃষ্টাব্দে মায়ের গঙ্গাতীরস্থ আশ্রমে মা স্থানান্তরিত করেন। মায়ের কন্যাপীঠের কুমারী কন্যারা এই মহাপুরুষের কিঞ্চিৎ সেবা করিবার সুযোগ পাইয়া নিজেদের জীবন সার্থক মনে করিতেছেন। মায়ের আদেশে তাঁহার একমাত্র বিধবা কন্যা সুধারাণী দেবী পিতার সেবা শুশ্রূষার জন্য তাঁহার দুই পুত্র, পুত্রবধূ, নাতি, বাড়ী সাজান সংসার ত্যাগ করতঃ আশ্রমবাসী হইয়াছেন। একটি বিধবার পক্ষে সুযোগ্য পুত্রদের মমতা ও সংসার ছাড়িয়া এইভাবে পিতৃসেবায় জীবন অর্পণ করিতে আসা কম প্রশংসার কথা নহে।

বর্ত্তমান সময়ে কবিরাজ মহাশয়কে আমরা দেখি তিনি যেন গভীর ভাবে কিছু চিন্তা করিতেছেন। অন্তর্মুখী মনের গতি অবলোকন করিয়া অনেকেরই ধারণা তিনি সর্বদা ইষ্টের সহিত মিলিত হইয়া অখণ্ড মহাযোগে নিমগ্ন আছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার জগৎ-কল্যাণের ভাবটাও পরম কারুণিক বুদ্ধদেবের ন্যায় ক্রমশঃ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। এই রকম সকলের অনুকরণ-যোগ্য একটি আদর্শ জীবন এই যুগে দৃষ্টিগোচর হয় না।

কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন।
অপার সম্বিৎসুখ সাগরেঽস্মিন্ লীনং পরে ব্রহ্মণি যস্য চেতঃ ॥

যাঁহার চিত্ত পরব্রহ্মরূপ অসীম ও অগাধ জ্ঞানানন্দরূপ মহাসমুদ্রে লীন হইয়াছে তাঁহার বংশ পবিত্র হয়, জননীর জন্মগ্রহণ সফল হয় এবং পৃথিবী পুণ্যবতী হইয়া থাকেন। যে কুলে একজন ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের অথবা পরম ভাগবতের আবির্ভাব হয় সেই কুলের ঊর্ধ্বতন সপ্তপুরুষ ও অধস্তন সপ্ত-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুরুষ এই চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার হইয়া যায়। মর্যাদা পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের পরমভক্ত গোস্বামী শ্রীতুলসীদাস তাঁহার প্রসিদ্ধ রামচরিতমানসে শ্রীরাঘবেন্দ্রের বনগমন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

তে পিতু মাতু ধন্য জিহ্ন জাত্রা ধন্য সোনগরু জহাঁতে আএ।
ধন্য সো দেসু সৈলু বন গাউঁ। জহঁ জহঁ জাহিঁ ধন্য সোই ঠাউঁ॥

সেই পিতা মাতা ধন্য যাঁহারা এমন পুত্রকে জন্ম দিয়াছেন। সেই নগর ধন্য যে স্থান হইতে তিনি আসিয়াছেন। সেই দেশ, পর্বত, বন, গ্রাম ও সেই সকল জায়গা ধন্য, যেথায় যেথায় তিনি গমন করেন।

প্রাতঃস্মরণীয় তথা পুণ্যকীর্তি শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সেই বংশ পবিত্র হইয়াছে, যে মাতা তাঁহাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন তাঁহার এই ভূমণ্ডলে আসা সার্থক হইয়াছে, তাঁহার মতন একজন স্বনামধন্য মহাপুরুষকে বক্ষে স্থান দিয়া আজ বসুন্ধরা মহাপুণ্যবতী বলিয়া পরিগণিতা। সেই সকল নগর ধন্য যেখানে যেখানে তিনি বাসকরতঃ তাঁহার শিক্ষাজীবন, কর্মজীবন ও সাধকজীবন অতিবাহিত করিয়াছেন এবং সে সমস্ত স্থান আজ পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। তাঁহার সাধনোচিত চির আনন্দময় ধাম যেথায় তিনি গমন করিয়াছেন সেই স্থানকে তিনি তাঁহার দিব্য উপস্থিতিদ্বারা অধিকতর উজ্জ্বল ও আনন্দপ্রদ করিয়া তুলিয়াছেন।

১৯৭৬ খৃষ্টাব্দের ১২ই জুন শনিবার দিনটি জগতের পক্ষে বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষের পক্ষে বড়ই দুর্ভাগ্যের দিন। কারণ ঐদিন সূর্যাস্তের পূর্বে অপরাহ্ণ ৫টা ২০ মিনিটের সময় ভারতগগন হইতে প্রাচ্য ও প্রাশ্চাত্য বিদ্যার অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক জ্ঞানভাস্কর পরম শ্রদ্ধাভাজন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতাগ্রগণ্য ব্রহ্মর্ষি গোপীনাথ কবিরাজ, পদ্মবিভূষণ, বিদ্যাবাচস্পতি, সর্বতন্ত্র সার্বভৌম, দেশিকোত্তম, মহাশয় অস্তমিত হইয়া জগৎকে তমসাচ্ছন্নকরতঃ শ্রীশ্রীবাবা বিশ্বনাথের শ্রীপাদপদ্মে লীন হইয়া চিরশান্তি ও পরমানন্দ লাভ করিয়াছেন।

পরমপূজ্যপাদ আচার্য শ্রীশংকরের পর এই ১২০০ বৎসরের মধ্যে এইরূপ সর্বতোমুখী প্রতিভাশালী ও নিঃস্পৃহ কোন বিদ্বান্ মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে কি না নিঃসন্দেহে বলা কঠিন। যে স্থানটি তিনি শূন্য করিয়া গেলেন সেইটি নিকট ভবিষ্যতের তো কোন কথাই নাই, সুদূর ভবিষ্যতেও যে কখনও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ণ হইবে বলিয়া আশা করা যায় না। তাঁহার অভাব আজ ভারতবাসী বিশেষ করিয়া বাঙ্গালী সমাজ মর্মে মর্মে অনুভব করিতেছে। দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্যাদা লোকে বুঝে না। আজ আমরা অনুভব করিতেছি কি জিনিস আমরা হারাইলাম।

একাধারে তিনি ছিলেন একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী সর্বশাস্ত্রের অগাধ বারিধি, বাগ্‌দেবীর একনিষ্ঠ বরপুত্র, অক্ষর ব্রহ্মের নিষ্ঠাবান পরম সাধক, উচ্চকোটির যোগী, জন্মগত সুকবি ও সাহিত্যিক এবং অভিমানশূন্য প্রকৃত ধীর স্থির গম্ভীর স্থিতপ্রজ্ঞ। তাঁহার ন্যায় একজন বিশ্ববিখ্যাত মহামনীষীর সম্বন্ধে কিছু বলিতে বা লিখিতে যাওয়া আমার মতন একজন অতি সাধারণ মানবের পক্ষে কেবল অশোভন বা বাতুলতাই নহে বরং উহা ধৃষ্টতা বলিয়াই পরিগণিত হইবার যোগ্য। দিনদুপুরে তিমিরহরণ জগৎভাস্বর মার্তণ্ডদেবকে দীপশিখা দেখাইতে যাওয়ার প্রয়াস যেমন হাস্যকর কার্য তেমনি জ্ঞানের মূর্তিমান বিগ্রহ কবিরাজ মহাশয়ের পরিচয় ভাষার মাধ্যমে প্রদান করিতে যাওয়ার চেষ্টাও আমার মতন ক্ষুদ্র ব্যক্তির পক্ষে তদ্রূপ বিদ্রূপের ও দুঃসাহসের বিষয়। আর তাঁহাকে আমি বুঝিবই বা কতটুকু। তথাপি যে এই কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম তাহার কারণ পরম প্রীতিভাজন শ্রীজগদীশ্বর পালের বিশেষ অনুরোধ এবং ঋষিশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষের জীবনবৃত্তান্ত কিঞ্চিৎ আলোচনার দ্বারা নিজেকে পরিশুদ্ধ করিবার প্রয়াস।

গত অনুমান ৬০ বৎসর আচার্যদেবের পদপ্রান্তে বসিয়া তাঁহার মুখকমল হইতে বিভিন্ন সময়ে যাহা যৎসামান্য শুনিয়াছি তাহাই গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা মতন কয়েকটি ঘটনা যাহা মনে পড়িয়াছে লিখিয়া আমার আন্তরিক ও বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি এইভাবে নিবেদনের অকিঞ্চিৎকর প্রয়াস। তাঁহার অসীম স্নেহ ও করুণার একটি ক্ষুদ্রতম কণা পাইবার যোগ্যতা ও এই দীন ভিক্ষুক সন্ন্যাসীর নাই, তথাপি তিনি কম করিয়া কিছু দেন নাই। ইহাদ্বারা তাঁহার উদারতা ও অহৈতুকী কৃপারই পরিচয় দেয়। তজ্জন্য আমার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা পুনঃ পুনঃ তাঁহার রাতুল চরণে জ্ঞাপন করিতেছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CHERRY SHREE ANANDAMAYEE SANGHA

মঃ মঃ গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের বাংলাভাষায়
প্রকাশিত পুস্তকের তালিকা ঃ—

১। পত্রাবলী (১ম ভাগ)
২। তান্ত্রিক সাধনা ও সিদ্ধান্ত
৩। শ্রীকৃষ্ণপ্রসঙ্গ
৪। সাধুসঙ্গ ও সৎপ্রসঙ্গ (১ম ও ২য় ভাগ)
৫। সাহিত্যচিন্তা
৬। ভারতীয় সাধনার ধারা
৭। তন্ত্র ও আগম শাস্ত্রের দিগ্দর্শন
৮। বিশুদ্ধানন্দ প্রসঙ্গ (চার খণ্ড)
৯। বিশুদ্ধ বাক্যামৃত
১০। পূজা
১১। স্বসংবেদন
১২। বিজিজ্ঞাসা
১৩। শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী ঃ উপদেশ ও প্রশ্নোত্তর
১৪। অখণ্ড মহাযোগের পথে
১৫। মৃত্যুবিজ্ঞান ও কর্মরহস্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi